পবিত্র মসজিদ-এ নববীতে অর্ধকোটির বেশি মুসল্লি

সারে-জমিন

রাজ্যে সব খুনের পিছনে ‘মোটা ভাই’: ফিরহাদ

রূপসী বাংলা

ইউরোপ পেরেছে, মধ্যপ্রাচ্য কেন পারবে না

সম্পাদকীয়

বিএড কলেজ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি

সাধারণ

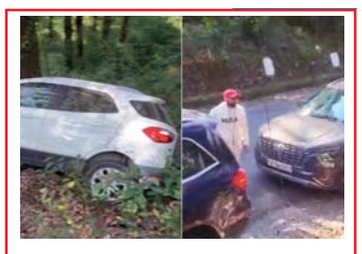

চোখের সামনে সড়ক দুর্ঘটনা, অচেনা ব্যক্তির জীবন বাঁচালেন শামি

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

সোমবার
২৭ নভেম্বর, ২০২৩
১০ অগ্রহায়ণ ১৪৩০
১২ জমাদিয়াল আউয়াল, ১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 18 ■ Issue: 319 ■ Daily APONZONE ■ 27 November 2023 ■ Monday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

মুর্শিদাবাদে নয়া মেডিক্যাল কলেজের ছাড়পত্র পেলেন জাকির হোসেন

আপনজন ডেস্ক: রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা জঙ্গিপুরের বিধায়ক শিল্পপতি জাকির হোসেন মুর্শিদাবাদের নানা এলাকায় শিক্ষা বিস্তারে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন। বেশ কয়েকটি বিএড কলেজ ছাড়াও পলিটেকনিক কলেজ মুর্শিদাবাদের শিক্ষা মানচিত্রে বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। এবার তিনি উদ্যোগ নিয়েছেন ‘জাকির হোসেন মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট’ নামে বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ গড়ার। অবশেষে সেই মেডিক্যাল কলেজ গড়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ‘দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি অফ হেলথ সায়েন্স’ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাড়পত্র দিয়েছে। শনিবার জাকির হোসেনের কাছে সেই অনুমোদনের চিঠি পৌঁছে গেছে বলে জানা গেছে।
উল্লেখ্য, জাকির হোসেন ১৫০ আসন বিশিষ্ট ‘জাকির হোসেন মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট’ মেডিক্যাল কলেজ গড়ার আবেদন জানিয়েছিলেন। রাজ্য সরকারের ছাড়পত্র মেলায় এবার বিষয়টি দিল্লির ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশনের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রয়েছে। কমিশনের সায় পেলে মেডিক্যাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া মেডিক্যাল কলেজের স্বীকৃতি দেবে। তারই অপেক্ষায় রয়েছেন জাকির হোসেন।

মহুয়াকে নিয়ে ‘গোরে গোরে মুখরে পে কালা কালা চশমা’ মন্তব্য

নয়া বছরে কেন্দ্রীয় এজেন্সির তলব পাবেন মমতা: দিলীপ

আপনজন ডেস্ক: বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষ রবিবার পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নজিরবিহীনভাবে আক্রমণ করলেন। একই সঙ্গে তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রর সাজ পোশাক ও প্রসাধনী নিয়েও মন্তব্য করলেন। ২৯ নভেম্বর কলকাতায় বিজেপির সমাবশে নিয়ে রবিবার খড়্গপুরে এক পথসভায় অংশ নেন মেদিনীপুরের বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষ। সেই পথসভায় তিনি সিবিআইয়ের আগাম পদক্ষেপ কি হবে তার পূর্বাভাস জানিয়ে দেন। দিলীপ ঘোষ বলেন, পশ্চিমবাংলায় রাজ্যের মন্ত্রী ও শাসক দলের বিধায়করা জেলে রয়েছেন। দিল্লিতে দু’জন মন্ত্রী জেলে রয়েছেন। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে তলব করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। তাহলে কেন দিদিকে (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) এজেন্সিগুলি তলব করবে না? যদি তার পরিবারের সদস্যদের এজেন্সিগুলি তলব করে তবে তাকে কেন ছাড় দেওয়া হবে? তিনিই সব কেলেঙ্কারির আসল হোতা। দিলীপ ঘোষ আরও বলেন, তাঁর এত ভাই বোন বাড়ির লোক সবাই ডাক পাচ্ছে। আসল জায়গাটা তো ওটাই। উনি কেন ছাড় পাবেন? সিবিআইয়ের উচিত তাঁকে এক কাপ চায়ের জন্য ডাকা। তাকে অবশ্যই সিবিআই দ্বারা পরিবেশিত গরম চায়ের স্বাদ নিতে হবে। আমি মনে করি আগামী বছর তিনি এমন সুযোগ পাবেন। কিন্তু যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তা হওয়া উচিত, কারণ বাংলার মানুষও তাই চায়।
দিলীপ ঘোষের এই মন্তব্যকে স্মরণ করিয়ে দেয় শুভেন্দু অধিকারীকে। সম্প্রতি তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে

রবিবার খড়্গপুরে এক পথসভায় বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষ।

কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থার সক্রিয়তা নিয়ে আগাম মন্তব্য মিলে যাওয়ায় তৃণমূল প্রশ্ন তুলেছিল, বিজেপি কি তাহলে বকলমে কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থাকে চালাচ্ছে? তাহলে তারা আগে যা বলছে, সেটাই পরে ঘটছে কেন তা নিয়ে বিতর্ক চলছে। সেই বতির্কের মধ্যে দিলীপ ঘোষের মমতাকে নিয়ে মন্তব্য নতুন করে রাজনৈতিক আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।
এ বিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সহ-সভাপতি জয় প্রকাশ মজুমদার বলেন, বিজেপি কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থাগুলির “অপব্যবহার” করছে। বিজেপি নেতারা অদূর ভবিষ্যতে এজেন্সিগুলি কী করবে তার পূর্বাভাস দিচ্ছেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, এই ধরনের পূর্বাভাস সত্য হচ্ছে।
জয়প্রকাশ আরও বলেন, আজ দিলীপ ঘোষ বলছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তলব করা হবে। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো (সিবিআই), ইডি এবং আয়কর বিভাগ বিজেপির ফ্রন্টাল সংগঠনে পরিণত হয়েছে। দল তাদের অপব্যবহার করছে।
অন্যদিকে, রবিবারই দুর্গাপুরের এক সভায় তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে নিয়ে চরম কটাক্ষ করেছেন দিলীপ ঘোষ। দিলীপ ঘোষ মহুয়ার চেহারা নিয়ে কটাক্ষ করে বলেন, গোরে মুখরে পে কালা কালা চশমা। আপনারাই ছবি দেখুন। এই চশমার দাম আপনারা জানেন? গগলসের দাম ২ লক্ষ টাকা। ভ্যানিটি ব্যাগটারই দাম তো ১ লক্ষ টাকা। যে ঘড়িটা হাতে, তার দাম ৩ লক্ষ টাকা। দিল্লির যে কোয়ার্টারে থাকেন, তার সংস্কার হয়েছে কয়েক কোটি টাকায়। আর, এসবের বিনিময়ে তিনি দেশের সুরক্ষা বেচে দিয়েছেন।
এছাড়া দিলীপ বলেন, মহুয়া মৈত্র সংসদে ইংরেজিতে গালাগালি করেছেন। উত্তর না-দিয়ে গালাগাল করে যাচ্ছেন। উনি বলছেন, টাকা নিইনি উপহার নিয়েছি। কিন্তু, লিপস্টিক, স্নো-পাউডার, চকচকে চেহারা। সবটাই আসলে গোরে গোরে মুখরে পে কালা কালা চশমা। সব প্রমাণ এখন বের হচ্ছে। দোষী প্রমাণ হলে তো শাস্তি হবেই। উল্লেখ্য, সংসদের এথিক্স কমিটির মুখামুখি হওয়ার পর মহুয়া মৈত্র অভিযোগ করেছিলেন, তাকে বেশ কিছু ব্যক্তিগত প্রশ্ন করা হয়েছে যা অনৈতিক। কোন হোটেলে ছিলেন, আর কারা ছিল এসব প্রশ্ন করায় মহুয়া এথিক্স কমিটির বিরুদ্ধে নারী বিদ্বেষের অভিযোগ তোলেন। এবার মহুয়াকে নিয়ে দিলীপ ঘোষের ‘গোরে গোরে মুখরে পে কালা কালা চশমা’ মন্তব্য ফের সেই নারী বিদ্বেষী মনোভাবকে উসকে দিল। তবে, এখনও এ নিয়ে মহুয়অ মৈত্র কোনও মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

চিনে নিউমোনিয়ার প্রকোপ, পরিস্থিতির উপর নজর রাখতে রাজ্যগুলিকে নির্দেশ কেন্দ্রের

ফের করোনার ভ্রূকুটি

আপনজন ডেস্ক: চিনে করোনার প্রকোপের পর তা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। কোভিড-১৯ থেকে মুক্ত হওয়ার পর অনেকে ভেবেছিলেন চিন থেকে চির বিদায় নিয়েছে করোনা। কিন্তু সম্প্রতি উত্তর চিনে শিশুদের মধ্যে নিউমোনিয়ার মতো শ্বাসকষ্ট জনিত রোগের কারণে মৃত্যু আর অসুস্থতা বৃদ্ধি পাওয়ায় নতুন করে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে।
উত্তর চিনে শিশুদের মধ্যে শ্বাসকষ্টজনিত অসুস্থতা বৃদ্ধির সাম্প্রতিক প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক রাজ্যগুলিকে অবিলম্বে জনস্বাস্থ্য প্রস্তুতি পর্যালোচনা করার পরামর্শ দিয়েছে।
রবিবার এক বিবৃতিতে মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, শ্বাসকষ্টজনিত অসুস্থতার বিরুদ্ধে প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপগুলো যথাযথভাবে পর্যালোচনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা। “চলমান ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং শীতের মরসুমের পরিপ্রেক্ষিতে এটি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয় যার ফলে শ্বাসকষ্টজনিত অসুস্থতার ঘটনা বৃদ্ধি পায়। ভারত সরকার পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে এবং ইঙ্গিত দিয়েছে যে কোনও আশঙ্কার কারণনেই।
সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে লেখা চিঠিতে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব জনস্বাস্থ্য এবং হাসপাতালের প্রস্তুতি যেমন ইনফ্লুয়েঞ্জার জন্য শয্যা, ওষুধ এবং ভ্যাকসিন, মেডিকেল অক্সিজেন, অ্যান্টিবায়োটিক, ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম, টেস্টিং কিট এবং রিএজেন্ট, অক্সিজেন প্ল্যান্ট এবং ভেন্টিলেটরের কার্যকারিতা এবং সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ অনুশীলনগুলি অবিলম্বে পর্যালোচনা করার পরামর্শ দিয়েছেন।
রাজ্য কর্তৃপক্ষকে কোভিড-১৯-এর

প্রেক্ষাপটে সংশোধিত নজরদারি কৌশলের অপারেশনাল গাইডলাইন বাস্তবায়নের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, যা ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো অসুস্থতা (আইএলআই) এবং গুরুতর তীব্র শ্বাসযন্ত্রের অসুস্থতা (এসএআরআই) হিসাবে উপস্থাপিত শ্বাসযন্ত্রের রোগজীবাণুগুলির সমন্বিত নজরদারির ব্যবস্থা করে।
সমন্বিত রোগ নজরদারি প্রকল্পের (আইডিএসপি) জেলা ও রাজ্য নজরদারি ইউনিটগুলি বিশেষত শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে আইএলআই এবং এসএআরআই-এর প্রবণতাগুলি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে তা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। আইএলআই/এসএআরআই-এর তথ্য আইডিএসপি-আইএইচআইপি পোর্টালে আপলোড করতে হবে।
কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে এসএআরআই আক্রান্ত রোগীদের, বিশেষত শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের নাক এবং গলার সোয়াবের নমুনা শ্বাসযন্ত্রের রোগজীবাণু পরীক্ষার জন্য ভাইরাস গবেষণা ও ডায়াগনস্টিক ল্যাবরেটরিতে পাঠাতে বলা হয়েছে।
এই সতর্কতামূলক এবং সক্রিয় সহযোগিতামূলক পদক্ষেপগুলি বাস্তবায়নের সামগ্রিক প্রভাব যে কোনও সম্ভাব্য পরিস্থিতি মোকাবেলা করবে এবং নাগরিকদের সুরক্ষা ও কল্যাণ নিশ্চিত করবে বলে আশা করা হচ্ছে।
সম্প্রতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দেওয়া তথ্যে চিনের উত্তরাঞ্চলে শ্বাসকষ্টজনিত অসুস্থতা বৃদ্ধির ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। এটি মূলত ইনফ্লুয়েঞ্জা, মাইকোপ্লাজমা নিউমোনিয়া এবং সার্স-কোভ -২ এর মতো সাধারণ কারণগুলির জন্য দায়ী। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, মাইকোপ্লাজমা নিউমোনিয়ার মতো শ্বাসকষ্টজনিত অসুস্থতার চক্রীয় প্রবণতা ছাড়াও শীতের মরসুম শুরু হওয়ার সাথে সাথে কোভিড-১৯ বিধিনিষেধ জারির ফলে এই বৃদ্ধি ঘটেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা চিনা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অতিরিক্ত তথ্য চেয়েছে, তবে এটি মূল্যায়ন করা হচ্ছে যে এই মুহূর্তে কোনও উদ্বেগের কারণ নেই।

হালাল সার্টিফিকেটে নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে সরব হল পার্সোনাল ল বোর্ড

আপনজন ডেস্ক: অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড কিছু নিবন্ধিত মুসলিম প্রতিষ্ঠানের দ্বারা হালাল শংসাপত্র প্রদানকে বেআইনি করার জন্য উত্তরপ্রদেশ সরকারের পদক্ষেপের কঠোর সমালোচনা করেছে। বোর্ডের মতে, এই সিদ্ধান্ত ধর্মীয় বিষয়ে ও ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ এবং দেশের স্বার্থবিরোধী। অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের মুখপাত্র ড. সৈয়দ কাসিম রসুল ইলিয়াস এক প্রেস বিবৃতিতে বলেছেন, ইসলাম তার অনুসারীদের জন্য খাদ্য ও পানীয়ের কিছু নিয়ম-কানুন নির্ধারণ করেছে, যা মুসলমানদের অবশ্যই মেনে চলতে হবে। অন্যান্য ধর্মের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। মাইক্রোবায়োগ্রাফির ক্ষেত্রে ইসলামের নীতিমালা খুবই স্পষ্ট। কিছু জিনিস মাকরূহের আওতায় পড়ে, আবার কিছু জিনিস সম্পূর্ণ হারাম, যা থেকে এড়ানো মুসলমানদের জন্য ওয়াজিব। সমস্যাটি শুধু জবাই এবং জবাই না করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, তবে এমন অনেক পণ্য রয়েছে যেগুলিতে এমন পদার্থ রয়েছে যা ইসলামে নিষিদ্ধ এবং যা এড়িয়ে চলা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য। যেমন মদ এবং শুকরের মাংস, মাংস বা চর্বি ইত্যাদি। তিনি বলেন, একইভাবে এ ক্ষেত্রে যেসব কোম্পানি কাজ করছে তারা সবাই সরকারি নিয়মে নিবন্ধিত। শুধু তাই নয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় নিজেও এ ধরনের সার্টিফিকেট নেওয়া বাধ্যতামূলক করেছে। একটি হালাল শংসাপত্র ভোক্তাকে জানায়, একটি পণ্য হালাল হিসাবে বিবেচিত প্রয়োজনীয়তা এবং মান পূরণ করে কিনা। ভারতে হালাল পণ্যের শংসাপত্রের জন্য কোনও সরকারি নিয়ন্ত্রক সংস্থা নেই তবে বিভিন্ন হালাল শংসাপত্র সংস্থা রয়েছে যারা পণ্য বা খাদ্য প্রতিষ্ঠানে হালাল শংসাপত্র প্রদান করে। তাদের বৈধতা মুসলিম ভোক্তাদের মধ্যে তাদের নামের স্বীকৃতি, সেইসাথে ইসলামী দেশগুলিতে নিয়ন্ত্রকদের দ্বারা স্বীকৃতির মধ্যে রয়েছে। পার্সোনাল ল বোর্ড আরো বলেছে, এখন সারা বিশ্বে, বিশেষ করে পশ্চিমা দেশগুলোতে হালাল পণ্য ও হালাল সার্টিফিকেটের চলাচল খুব দ্রুত বাড়ছে। ভারত থেকে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে রপ্তানি করা মাংস হালাল জবাই হিসাবে প্রত্যয়িত। হালাল প্রত্যয়িত হওয়া ভারতীয় পণ্যের জন্য ভারত সহ সারা বিশ্বের মুসলমানদের মধ্যে একটি আস্থা তৈরি করে। এটি ব্যবসায় রপ্তানি এবং লাভে অবদান রাখে। যোগী সরকার হালাল সার্টিফিকেশন নিষিদ্ধ করায় প্রকৃতপক্ষে ভারতের অর্থনীতি এবং বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসাকেও মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করবে বলে মন্তব্য করেছে বোর্ড।

ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস হোল্ডার প্রতিষ্ঠান

DANBIR ACADEMY

দানবীর অ্যাকাডেমি

প্রথম থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত

ভর্তি চলছে

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪ ● আবাসিক বালক বিভাগ

স্বল্প খরচে সুশিক্ষার একটি আদর্শ পীঠস্থান

দুস্থ, এতিম ছাত্রের জন্য বিশেষ সুযোগ

আপনার সন্তানের সার্বিক উন্নতির জন্য আমাদের ওপর নির্ভর করতে পারেন।

বাড়গড়চুমুক ● শ্যামপুর ● হাওড়া ● পিন-৭১১৩১২

9143076708 9734387558

আল-কুরআন এখন আরও সহজ হলো ● এই প্রথম পড়া এবং শোনা একসাথে

মূল আরাবিসহ সহজ বাংলা অনুবাদ ও সঠিক উচ্চারণ

আল-কুরআন

অনুবাদক : বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ ঐতিহাসিক গোলাম আহমাদ মোর্তজা(রহ:)

বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশিত কুরআনটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য সমূহ

- বাংলা অনুবাদে এত সহজ শব্দের ব্যবহার এই প্রথম।
- সহজ গদ্যে শুদ্ধ বঙ্গানুবাদ।
- সঠিক বাংলা উচ্চারণ
- বিশ্ববিখ্যাত দু’জন ক্বারির কণ্ঠে সমগ্র কুরআন শোনার ব্যবস্থা।
- পারার শেষে নৈতিক শিক্ষামূলক আরাবি ক্যালিগ্রাফিসহ বঙ্গানুবাদ।
- প্রতিটি সুরার বৈশিষ্ট্য, শানে নুযুল, টীকাসহ প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা।

সমগ্র কুরআন এক খণ্ডে ১১৫০/-

দুই খণ্ড একত্রে আকর্ষণীয় গিফ্‌ট প্যাকসহ ১৪০০/-

গোলাম আহমাদ মোর্তজার গ্রন্থাবলী :

- চেপে রাখা ইতিহাস ৪৫০/-
- সিরাজুদ্দৌলার সত্য ইতিহাস ও রবীন্দ্রনাথ ৩০০/-
- বিভিন্ন চোখে স্বামী বিবেকানন্দ ৩০০/-
- এ এক অন্য ইতিহাস ২৫০/-
- বজ্রকলম ২৫০/-
- বাজেয়াপ্ত ইতিহাস ৯০/-
- ধর্মের সহিংস ইতিহাস ১২০/-
- ইতিহাসের এক বিস্ময়কর অধ্যায় ১১০/-
- পুস্তক সম্রাট ৯০/-
- অনন্য জীবন ১৫০/-
- মুসাফির ১১০/-
- সৃষ্টির বিস্ময় ৭০/-
- জাল হাদীস ও বিশ্বসমাজ ৮০/-
- ৪৮০টি হাদীস ও বিশ্বসমাজ ৮০/-
- এ সত্য গোপন কেন? ৩০/-
- সেরা উপহার ৩০/-
- রক্তমাখা ছন্দ ৩০/-
- রক্তমাখা ডায়েরী ৩০/-

বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন

বর্ণপরিচয়, বি-৯ কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলকাতা-৭০০ ০০৭

ফোন-০৩৩-২২৫৭ ০০৪২ ৯৮৩০০১২৯৪৭

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৮ বর্ষ, ৩১৯ সংখ্যা, ১০ অগ্রহায়ণ ১৪৩০, ১২ জমাদিয়াল আউয়াল, ১৪৪৫ হিজরি

বিশ্বাস ও আস্থা

বিশ্বাস ও আস্থা—ছোট্ট এই দুইটি শব্দের গুরুভার আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে বিপুল ও বিশাল। বিশ্বাসের ব্যাপারে জন মিল্টন যেমন বলিয়াছেন, বিশ্বাস জীবনকে গতিময় করিয়া তোলে আর অবিশ্বাস করিয়া তোলে দুর্বিষহ।

প্রকৃত অর্থে 'বিশ্বাস' করিতে পারি বলিয়াই আমরা এক পায়ের উপর ভরসা করিয়া অন্য পা সামনের দিকে বাড়াইয়া দিতে পারি; কিন্তু আমাদের সামাজিক-রাজনৈতিক জীবন হইতে যদি বিশ্বাসের আয়নায় চিড় ধরিয়া যায়, তাহা হইলে সেইখানে ডাবল প্রতিবিম্ব তৈরি হয়। আসলে বিশ্বাস করা সহজ; কিন্তু কাহাকে বিশ্বাস করা যায়, তাহা বুঝা কঠিন। আর বিশ্বাসে যদি কেহ অমর্যাদা করে, তাহা হইলে তিনি হইয়া পড়েন মোচড়ানো সাদা মসৃণ কাগজ—যাহাকে কোনোভাবেই আর সোজা সুন্দর রূপে ফিরাইয়া আনা সম্ভব হয় না। আব্রাহাম লিঙ্কন যেমন বলিয়াছেন, যে কাউকে বিশ্বাস করা বিপজ্জনক; কিন্তু সকলকে 'অবিশ্বাস' করা আরো অধিক বিপজ্জনক।

আমরা কি সেই 'অবিশ্বাস্য' বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যে প্রবেশ করিতে যাইতেছি?

এই বিশ্বাস প্রসঙ্গে অনেকে বলেন, বিশ্বাস এত কঠিন জিনিস যে, একজন মানুষ কখনো-সখনো নিজেকেও নিজে বিশ্বাস করিতে পারে না। জিহ্বার নাকি দাঁতের উপর সকল সময় বিশ্বাস রাখিতে নাই। হঠাত্ কখনো জিভের উপর কামড় বসাইয়া দেয় দন্ত।

সাপুড়িয়া মনে করেন সাপকে তিনি পোষ মানাইয়াছেন; কিন্তু সাপ কি সাপুড়িয়াকে সুযোগ পাইলে কামড় দিতে কুণ্ঠিত হয়? সুতরাং বিশ্বাস বড়ই জটিল জিনিস। আবার বিশ্বাস না করিয়াও আমরা এক পা চলিতে পারিব না। আর এই ক্ষেত্রে প্রয়োজন নিজেকে বুঝিয়া লওয়া। চারপাশ বুঝিয়া লওয়া। সজাগ রাখা নিজের ষষ্ঠ ইন্দ্রীয়কে, পরিস্থিতিকে সন্ধিবিচ্ছেদ করা। বুঝিয়া দেখা—যাহা হইতেছে, কেন হইতেছে? কার্যকারণ ছাড়া কিছুই হয় না। সাপকে রজ্জু মনে করা যেমন বিপজ্জনক, তেমনি রজ্জুকে সাপ ভাবিয়া ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়াটাও ক্ষতিকর।

ইহা সহজ কথা। আবার ইহাই অতি কঠিন কথা। সেই জন্যই কোনো কাজ করিবার পূর্বে গভীরভাবে ভাবিতে হইবে; কিন্তু সকলের কি ভাবিবার ক্ষমতা থাকে? থাকে না। আসলে অধিকাংশ মানুষই অধিক 'চিন্তা' করিবার ধীশক্তি রাখেন না। নিজেকে নিজে প্রশ্ন করিবার যোগ্যতা রহিয়াছে খুব কম মানুষের।

এই জন্যই দার্শনিক ভলতেয়ার বলিয়াছেন, 'একজন মানুষকে উত্তরের চাইতে তাহার প্রশ্ন দ্বারা বিচার করো।' কারণ প্রশ্ন করিতে হইলে চিন্তাভাবনা করিতে হয়। চিন্তাভাবনা করা তো এত সহজ নহে। সম্ভবত এই সিংহভাগ মানুষের মনের কথা পড়িতে পারিয়াছিলেন খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর চীনা দার্শনিক লাওিস।

তিনি বলিয়াছেন, 'অত চিন্তাভাবনার কী আছে? চিন্তা বন্ধ করুন, দেখিবেন আপনার সমস্যাগুলিও উধাও হইয়া গিয়াছে।' কথাটি তিনি ব্যঙ্গার্থে বলিয়াছিলেন। কারণ আমরা 'চিন্তা' করিতে পারি বলিয়াই আমাদের অস্তিত্ব আছে। সুতরাং, চিন্তা না করিতে পারিলে নিজের অস্তিত্ব লইয়াই টানাটানি পড়িবে।

তবে অধিকাংশ মানুষই 'চিন্তাভাবনা' করিতে ভয় পায়। অসংখ্য মানুষের চেতনার জগত্ অবোধ শিশুদের কাছাকাছি। অবোধ শিশু যেমন জানে না, আগুনের শিখায় হাত দিলে হাত পুড়িবে; সে তো আগুনের উজ্জ্বল জ্যোতি দেখিয়া তাহা ধরিতে ব্যাকুল হইবেই। হাত না পোড়া পর্যন্ত শিশুকে কিছুতেই সেই আগুনের আকর্ষণ হইতে রোখা যাইবে না।

আবার কেহ কেহ আছেন যাহারা অভ্যাসদোষে আক্রান্ত। সেই যে প্রবাদে বলা হইয়াছে, 'অভ্যাস দোষ না ছাড়ে চোরে,/ শূন্য ভিটায় মাটি খোঁড়ে।' সুতরাং নিজেকে চিনিতে হইবে। বুঝিতে হইবে নিজের ওজন। আত্মবিশ্লেষণ করিয়া দূর করিতে হইবে অভ্যাসদোষ। কাজ করিতে হইবে বুঝিয়া এবং ভাবিয়া। না বুঝিয়া পা ফেলিলে কখনো-না-কখনো পদচ্যুতি ঘটিবেই।

• • • • • • • • • • • •

অপারেশন ১০২৭: মায়ানমারে চিনের অবস্থান বদল

সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে কাচিন-কারেন-চিন-রাখাইনদের পাশাপাশি গণতন্ত্রপন্থী সু চি-সমর্থক বামারদের একাংশ 'পিপলস ডিফেন্স ফোর্স' বা 'পিডিএফ' নামে যুক্ত হয়। চীন আকস্মিক অবস্থান বদল করে গেরিলা গোষ্ঠীকে সমর্থন দিচ্ছে। ওয়াশিংটনকে মায়ানমারের বিষয় থেকে দূরে রাখা তাদের অন্যতম উদ্দেশ্য। লিখেছেন আলতাফ পারভেজ।

মায়ানমারের দিক থেকে বাংলায় ঐতিহাসিকভাবে কেবল গোলাগুলির খবরই এসেছে। ব্রিটিশ শাসনামলে জাপানিদের সঙ্গে বামারদের যুদ্ধের খবর আসত, যে যুদ্ধ বাংলায় 'পঞ্চাশের মন্বন্তরের' জন্ম দেয়। এরপর নিয়মিত আসত রাখাইন ও রোহিঙ্গাদের ওপর জুলুমের খবর। তবে এখন যে গৃহযুদ্ধের খবর আসছে, সেটা এত দিনের ইতিহাসের চেয়ে তাৎপর্যে আলাদা। এ খবর অনেক বেশি জটিল পরিস্থিতির কথা জানাচ্ছে এবং নিশ্চিতভাবে অতীতের মতো মায়ানমারের এবারের ঘটনাবলিও বাংলার দিকে প্রভাব ফেলবে। ইতিমধ্যে টেকনাফ স্থলবন্দরের লেনদেনে এই যুদ্ধের প্রবল ছাপ পড়েছে।

গৃহযুদ্ধে ভূরাজনীতির গভীর মিশ্রণ যুদ্ধ ও গৃহযুদ্ধ কোনোটাই মায়ানমারে নতুন নয়। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষের কুলীন সমাজ যেভাবে ব্রিটিশদের কাছ থেকে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা পেয়েছে, রেঙ্গুনে ব্যাপারটা সেভাবে ঘটেনি। তাদের স্বাধীনতা এসেছিল দুই বড় শক্তি জাপান ও ব্রিটেনের সঙ্গে দীর্ঘ যুদ্ধের শেষে। তখন বিদেশি আগ্রাসন তাড়াতে বামাররা সঙ্গে পেয়েছিল কাচিন, কারেন, চিন, রাখাইনসহ 'ব্রিটিশ-বার্মা'র ছোট ছোট জাতিগোষ্ঠীকে। কিন্তু ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি স্বাধীনতার প্রথম দিন থেকে নতুন করে যুদ্ধ বাধে এবং তার সমীকরণও পাল্টে যায়।

কথা ছিল, বামাররা 'ছোট ছোট' জাতিগোষ্ঠীকে স্বায়ত্তশাসন দিয়ে 'বার্মা'কে ফেডারেল ইউনিয়ন আকারে গড়ে তুলবে। কিন্তু বামার জেনারেলরা সেটা হতে দিলেন না। প্রথমে বিদ্রোহ করল কারেনরা। তারপর বাকিরাও। ৭৫ বছর ধরে দেশটিতে দ্বিতীয় পর্যায়ের সেসব আঞ্চলিক যুদ্ধ চলছিল। ২০২১ সালে যখন অং সান সু চিকে গৃহবন্দী করেন বামার জেনারেলরা নিজ জাতির রাজনীতিবিদদের হাত থেকে ক্ষমতা নিয়ে নেন, তখন থেকে ওই যুদ্ধের নতুন অধ্যায় শুরু হয়। বামারদের মধ্যে তখন বড় আকারে ভাঙন ধরে।

মায়ানমারের ইতিহাসের তৃতীয় পর্যায়ের এই গৃহযুদ্ধে বামারদের সশস্ত্র বাহিনী তাতমাদোর বিরুদ্ধে কাচিন-কারেন-চিন-রাখাইনদের পাশাপাশি গণতন্ত্রপন্থী সু চি সমর্থক বামারদের একাংশ এসে যুক্ত হয় 'পিপলস ডিফেন্স ফোর্স' বা 'পিডিএফ' নামে।

এতে এত দিনের আঞ্চলিক যুদ্ধ খোদ কেন্দ্রীয় মায়ানমারের বামার এলাকায়ও ছড়িয়ে পড়ে। এ মুহূর্তে মায়ানমারজুড়ে তাতমাদোর বিরুদ্ধে সম্মিলিত বিরোধীদের সেই যুদ্ধেরই খবর পাওয়া যাচ্ছে। এরই মধ্যে এই গৃহযুদ্ধের সঙ্গে প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে ভূরাজনীতির গভীর মিশ্রণ।

চিনের ভূমিকা বদল

বর্তমান বিশ্বে মায়ানমার হলো একমাত্র দেশ, যেখানে হাজার হাজার শিশুর জন্ম হয় গেরিলা মা-বাবার পরিবারে। মারাও যায় তারা গেরিলা জীবন শেষে। কাচিন, কারেন, শান ও চিনদের এলাকায় সে রকমই চলছে। এসব এলাকায় যুদ্ধের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল, তাতমাদো কখনো গেরিলাদের নির্মূল করতে পারেনি। গেরিলা দলগুলোও একসঙ্গে জোট বেঁধে রাজধানীতে যেতে পারেনি। পরস্পরকে হারাতে না পেরে দুই পক্ষের আপাত একটা সহাবস্থান চলছিল।

সম্প্রতি বিভিন্ন অঞ্চলে গেরিলা গোষ্ঠীগুলো সমন্বিতভাবে তাতমাদোর অবস্থানে একযোগে হামলা শুরু করেছে এবং তাতে বামার সেনাবাহিনীর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে। মায়ানমারের ইতিহাসে আঞ্চলিক গেরিলা গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে এরকম সমন্বয় এই প্রথম। সবচেয়ে অবাক করা বিষয়, যুদ্ধে গেরিলা দলগুলোকে চিন মদদ দিচ্ছে বলে বিশ্বাসযোগ্য খবর আসছে।

অথচ চিনকে এত দিন তাতমাদোর 'সব মৌসুমের পরীক্ষিত বন্ধু' হিসেবে দেশে-বিদেশে মনে করা হতো। ঠিক এখানে এসেই মায়ানমারের চলতি গৃহযুদ্ধের এ সপ্তাহের ঘটনাবলি বুঝতে অনেকে ভুল করছেন।

বেইজিংয়ের সবুজ সংকেতে 'অপারেশন ১০২৭'

২০২১ সালের আগ পর্যন্ত মায়ানমারের গৃহযুদ্ধের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল, চিন একদিকে কেন্দ্রীয় সেনাবাহিনীকে যেমন সব উপায়ে সহায়তা দিয়েছে, তেমনি অনেক আঞ্চলিক গেরিলা দলের অস্ত্রশস্ত্রের উৎসও ছিল তারাই। প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ মায়ানমার থেকে নিরন্তর সুবিধা নিতে যুদ্ধরত দুই পক্ষকে এভাবে হাতে রাখার কৌশল নেয় তারা। গেরিলা দলগুলোও জানে, এটা তাতমাদোরও অজানা নেই।

এর মধ্যে কেবল কারেন ও চিন প্রদেশের গেরিলা দলগুলো ছিল কিছুটা ব্যতিক্রম। খ্রিষ্টান-অধ্যুষিত এসব এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে ইউরোপ-আমেরিকার অনেক বেসামরিক সহায়তা আসছে। অং সান সু চির দলের পিডিএফ যখন ২০২২ থেকে গেরিলাযুদ্ধে নামে, তখন তাঁদের যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের নানা সহায়তার ওপর পুরোপুরি নির্ভর করতে হয়। এভাবেই মায়ানমারের তৃতীয় পর্যায়ের গৃহযুদ্ধে চিনের পাশাপাশি পশ্চিমা দেশগুলোরও অন্তর্ভুক্তি ঘটে। তারই ধারাবাহিকতায় যুক্তরাষ্ট্রে 'বার্মা অ্যাক্ট' পাস হয় এবং তাতমাদোর বিরুদ্ধে একের পর এক নিষেধাজ্ঞা আসতে থাকে। গত দুই বছরে মায়ানমারে মাঠপর্যায়ে মৃদু চালে ওয়াশিংটনের এই অগ্রযাত্রা দেখে গণচিন সম্প্রতি

নাটকীয়ভাবে তার অবস্থান বদলে ফেলেছে। তাতমাদোর বিরুদ্ধে গেরিলা দলগুলোকে যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে সরিয়ে রাখতে বেইজিং নিজে থেকে তাদের দিকে বাড়তি সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেয়। পাশের বড় প্রতিবেশী দেশ থেকে এমন মোটাদাগে ইন্ধন পেয়ে কয়েকটি গেরিলা দল 'ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স' নামে জোট গড়ে ২৭ অক্টোবর থেকে অনেক প্রদেশে তাতমাদোর সেনা চৌকিগুলোতে হামলা চালাচ্ছে। হামলার দিনকে স্মরণীয় রাখতে তারা অভিযানের নাম দিয়েছে 'অপারেশন ১০২৭'। এই লেখা তৈরির সময়ও অভিযান চলছে। ইতিমধ্যে ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় জান্তার সৈনিকদের প্রায় পৌনে দুই শ সামরিক স্থাপনা দখল করেছে। ব্রাদারহুড আগামীকাল তাদের অভিযানের এক মাস পূর্তি শেষে প্রতিরোধযুদ্ধকে 'নতুন উচ্চতা'য় নেবে বলে জানাল।

শুরুতে 'অপারেশন ১০২৭'-এ যুক্ত ছিল আরাকান আর্মি, মায়ানমার ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স আর্মি (এমএনডিএ) এবং তাঙ ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি (টিএনএলএ)। এমএনডিএ হচ্ছে জাতিগত ককাংদের গেরিলা বাহিনী। ককাং ও তাঙদের প্রভাবিত এলাকা হলো দেশটির উত্তর-পূর্বে চিন লাগোয়া। চিনের ইউনানের সঙ্গে তাদের আর্থসামাজিক যোগাযোগ রয়েছে। এসব এলাকার মালিক কাগজপত্রে মায়ানমার হলেও এখানে অর্থনীতি ও সমাজ জীবন চিন-প্রভাবিত। তবে ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্সের রাখাইন, তাঙ ও ককাংদের সহযোগী শক্তি হিসেবে আছে দেশের একদম উল্টো দিকের চিন ও কাচিন প্রদেশের চিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট ও কাচিন ইনডিপেনডেন্ট আর্মি।

ব্রাদারহুডের '১০২৭' অভিযান শুরুর পরেই চিন, কাচিন ও কারেনরা যার যার এলাকায় সশস্ত্র তৎপরতা বাড়িয়ে দেয়। একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় মায়ানমারে সু চিপন্থী বামারদের পিডিএফগুলোও এই সম্মিলিত যুদ্ধে যুক্ত হয়। অর্থাৎ গণচিনের সবুজ সংকেতে মাত্র এক মাসে পুরো দেশে যুদ্ধ ময়দানের চেহারা অনেকখানি বদলে গেছে। স্বভাবত প্রশ্ন উঠেছে, চিন কেন এ রকম একটা কাণ্ড ঘটাল? যুদ্ধ ময়দান থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে সরিয়ে রাখতেই কি তারা এটা করল? সে ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র কী কৌশল নিচ্ছে?

অ-বামারদের পরিসর বাড়ল

যত দূর দেখা যাচ্ছে, চিন মায়ানমারের গেরিলা দলগুলোকে বেশি সহায়তার মাধ্যমে অনেক লক্ষ্য হাসিল করছে। প্রথমত, কয়েক বছর ধরে মায়ানমারের ভেতরে চিনা নাগরিকদের বড় একটি অপরাধ চক্র গড়ে উঠেছিল। এরা মায়ানমারে থেকে চিনের অপরাধ জগৎ নিয়ন্ত্রণ করত। তাতমাদোর জেনারেলরা প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে এদের পৃষ্ঠপোষক ছিল। বামার জেনারেলদের দিয়ে চিন এসব অপরাধীকে থামাতে পারছিল না। এখন আঞ্চলিক গেরিলা দলগুলোর সঙ্গে এ বিষয়ে তাদের সমঝোতা হয়েছে। এ কারণে মায়ানমারের সঙ্গে সীমান্ত ব্যবস্থাপনা পুরোটাই পাল্টে ফেলতে চাইছে বেইজিং। দ্বিতীয়ত, মায়ানমারের গেরিলা দলগুলোকে ব্যবহার করে দেশটিতে ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রাকেও থামাতে চাইছে চিন। এই দুই অর্জনের স্বাভাবিক পার্শ্বফল হিসেবে ওয়াশিংটনকেও তারা মায়ানমার বিষয়ে কিছুটা দূরে রাখতে পারছে। এগুলো হচ্ছে 'অপারেশন ১০২৭'-এর তাৎক্ষণিক ফল। এতে মায়ানমারের সামরিক ও আর্থসামাজিক দৃশ্যপটে যা দেখা যাচ্ছে, তাতে প্রান্তিক প্রদেশগুলোতে অ-বামার গেরিলা গোষ্ঠীগুলোর প্রভাব অনেকটা বেড়ে গেছে। এক মাসে তাতমাদোর বিপুল অস্ত্রসম্পদ গেরিলাদের হাতে এসেছে। এতে তাদের 'আয়-রোজগার' এবং জনবলও বেড়ে যাবে। উল্টো দিকে দেশের প্রধান প্রধান শহরে তাতমাদোর প্রভাবের পরিসর সীমিত হয়ে পড়ছে।

ঝুঁকিতে মিন অং হ্লাইং

গেরিলা শিবিরে আপাত উল্লাস এবং বিপুল আশাবাদ সত্ত্বেও চিন হয়তো তাতমাদোর আর শক্তিক্ষয় চাইবে না; বরং এ অবস্থায় আটকে এই বাহিনীকে তাদের ওপর আরও নির্ভরশীল করে রাখতে চাইবে। চলতি অপমানকর অবস্থা থেকে বের হতে তাতমাদোর সামনে আপাতত যেসব উপায় আছে, সেগুলোর কোনোটাই সুখকর নয়। প্রথম বিকল্প মায়ানমারের প্রধান জেনারেল মিন অং হ্লাইংকে সরিয়ে দেওয়া। দ্বিতীয় বিকল্প, এনএলডির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শুরু করা এবং শেষ বিকল্প নিজেদের কেবল নেপিডো, মান্দালে, রেঙ্গুনের মতো কেন্দ্রীয় অঞ্চলে আটকে রাখা। নেপিডোতে গত কয়েক দিন তাতমাদোর ঘনিষ্ঠ বামার ভিক্ষু দল চিনবিরোধী বিক্ষোভ করেছে, যা এতদিনের মুরব্বিকে নিয়ে তাদের হতাশার সাক্ষ্য দিচ্ছে। ওয়াশিংটনের জন্য নেপিডোর এসব বিক্ষোভ নিশ্চিতভাবে উৎসাহব্যঞ্জক।

তা ছাড়া কারেন, চিন ও কাচিন গেরিলাদের প্রভাবের পরিসর বাড়তে থাকায় গণতন্ত্রপন্থী বামার পিডিএফগুলোর প্রশিক্ষণ এবং বিচরণ এলাকাও বাড়বে। পশ্চিমের জন্য সেটিও সুসংবাদ।

যদিও তাতমাদোর চলতি ক্ষয়ক্ষতি প্রধানত আঞ্চলিক গেরিলা দলগুলোর হাতে ঘটেছে, তবু এতে ক্ষমতাচ্যুত এনএলডির আত্মগোপনে থাকা কর্মীদের মনোবল অনেক বাড়াবে। তবে চিনকে মায়ানমারের পরিস্থিতি থেকে বিচ্ছিন্ন করার কৌশলে ওয়াশিংটন সহজে যে সফল হতে পারছে না, সেটিও দেখা গেল এবার।

বরং '১০২৭' অভিযানের পর অনেক সীমান্ত এলাকায় চিনের সঙ্গে তাতমাদোর বিরোধী যোদ্ধাদের ঘনিষ্ঠতা বাড়ল। চিন চাইলে যে মায়ানমারের ভেতরে তাৎক্ষণিক অনেক কিছু করতে পারে—রাখাইন, তাঙ ও ককাংদের অভিযানে সেটাই দেখল ওয়াশিংটন।

তবে সর্বশেষ শান প্রদেশ সংলগ্ন চিন সীমান্তে বেইজিংয়ের কয়েকটি সামরিক যানে রহস্যময় আগুন লাগার পর মনে হচ্ছে, মায়ানমারের কোন কোন গেরিলা দল গোপনে চিনকেও লক্ষ্যবস্তু করে থাকতে পারে।

গভীর এক কৌশলগত বিড়ম্বনায় ভারত

চিন-যুক্তরাষ্ট্রের টানাপোড়েনের মধ্যে মায়ানমারের চলতি পরিস্থিতিতে আপাতদৃষ্টে ভারতকে বেশি 'ক্ষতিগ্রস্ত' মনে হচ্ছে। রাখাইনে ও চিন প্রদেশে আরাকান আর্মি এবং চিন ন্যাশনাল ফ্রন্টের শক্তি বৃদ্ধি ভারতের জন্য বহুবিধ উদ্বেগ তৈরি করেছে। এতে আরাকানে তাদের বিপুল বিনিয়োগের ভবিষ্যৎ নিয়ে আরাকান আর্মির সঙ্গে 'বোঝাপড়া'য় আসতে হতে পারে। দ্বিতীয়ত, চিন ন্যাশনাল ফ্রন্টের শক্তি বৃদ্ধি তাদের 'লুক-ইস্ট' নীতিকে হুমকিতে ফেলেছে। মিজোরাম ও চিনের ওপর দিয়ে আসিয়ানমুখী নয়াদিল্লির সব নীতি-কৌশল কিছুটা হলেও এখন মণিপুরের কুকিদের সদয় আচরণের ওপরও অনেকখানি নির্ভর করবে। কারণ, মিজো-চিন-কুকি বৃহত্তর জো জনগোষ্ঠীর নানান উপশাখা মাত্র। ভারত এত দিন যে মায়ানমারের গণতন্ত্রের সংগ্রাম থেকে মুখ সরিয়ে জান্তামুখী হয়ে বসে ছিল, সে নীতি পরিবর্তনের তাগিদ তৈরি করল 'অপারেশন ১০২৭'। ভারতের সঙ্গে মায়ানমারের যতগুলো সীমান্ত শহর আছে, তার প্রায় সবই এখন চিন ন্যাশনাল আর্মির দখলে। এর মধ্যে গতকাল মায়ানমারের ভেতরে গোপনে থাকা মেইতেই গেরিলা দল ইউএনএলএফের একটা সামরিক স্থাপনায় হামলা হয়েছে। এটা যে মণিপুরে কুকিবিরোধী মেইতেইদের প্রতি একটা স্পষ্ট সামরিক বার্তা, সেটি সবাই বুঝতে পারছে। এ ছাড়া যেসব ভারতীয় গেরিলাদল এত দিন মায়ানমারের জান্তাকে সহযোগিতা করেছে, তাদের এখন দ্রুত আত্মরক্ষামূলক অবস্থানে যেতে হচ্ছে।

মায়ানমারের গেরিলা দলগুলোর চলতি অভিযান থেকে বাংলাদেশের জন্যও দুটি বার্তা রয়েছে। রোহিঙ্গাদের আরাকানে ফেরানোর আলাপ-আলোচনায় আরাকান আর্মির ছায়া নিশ্চিতভাবে আরও গভীর হলো। মায়ানমারের গেরিলা জোটগুলোর প্রতি উদাসীন থাকার নীতিও হয়তো ঢাকাকে বদলাতে হতে পারে।

সৌ: প্র: আ:

ইউরোপ পেরেছে, মধ্যপ্রাচ্য কেন পারবে না

অ্যান মারি স্লটার

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাত্র ছয় বছর পর ১৯৫১ সালে বেলজিয়াম, ফ্রান্স, ইতালি, লুক্সেমবার্গ, নেদারল্যান্ডস ও পশ্চিম জার্মানি প্যারিসে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল। ওই চুক্তির মাধ্যমে দেশগুলো কয়লা ও ইস্পাত উৎপাদন নিয়ে একটি 'সম্প্রদায়' গড়ে তুলেছিল, যা 'ইউরোপিয়ান কোল অ্যান্ড স্টিল কমিউনিটি' হিসেবে পরিচিত। এটি গত শতাব্দীর সভ্যতার একটি উল্লেখযোগ্য সফলতা। কারণ, ১৮৭০ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যবর্তী সময়ে ফ্রান্স ও জার্মানি তিনটি বড় যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল। ওই যুদ্ধের কারণে উভয় পক্ষের লাখ লাখ মানুষ নিহত হয়েছিল। বহু শহর ও জনপদ ধ্বংস হয়েছিল। বহু এলাকার ভৌগোলিক সীমা বদলে গিয়েছিল। বহু শহরের চেহারা আমূল পাল্টে গিয়েছিল। এর কয়েক দশক পরও আমার বেলজিয়াম বংশোদ্ভূত মা (যিনি কিনা শিশুবেলায় মা-বাবার সঙ্গে জার্মান দখলদার বাহিনীর ভয়ে ব্রাসেলস ছেড়ে পালিয়ে এসেছিলেন) জার্মান বাহিনীর খাকি পোশাক দেখে আঁতকে উঠতেন। এ রকম শত্রুভাবাপন্ন দেশগুলোও অবশেষে তাদের খনিজ কয়লা ও ইস্পাত উৎপাদন এমনভাবে করতে রাজি হয়েছে, যা ভবিষ্যতে তাদের একে অন্যের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণে বাধা দিতে পারে। ফ্রান্সের রবার্ত শুমান ও জ্যঁ মোনে; পশ্চিম জার্মানির কনরাড আদেনাউ এবং ইতালির আলসিদে দো গাসপেরির মতো কয়েকজন হাতে গোনা মহান নেতা ইউরোপের এই নতুন ভবিষ্যতের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। ধর্মীয় ও জাতীয়তাবাদী যুদ্ধ, পরাশক্তিগুলোর রশি-টানাটানি, গোপন কূটনীতি ও প্রতিনিয়ত জাতীয় ভৌগোলিক সীমা পরিবর্তন করা নিয়ে চরম বিভক্তি যে মহাদেশটিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, সেখানে এই চুক্তি একটি নতুন ধরনের রাজনৈতিক সমঝোতা তৈরি করে দেয়। লক্ষণীয় বিষয় হলো, প্রথমে ইউরোপের এই রাষ্ট্রগুলো একটি সম্প্রদায় বা কমিউনিটি গঠনে রাজি স্বীকৃত হয়েছিল। পরে তারা সেই কমিউনিটিকে ইউনিয়নে রূপ দেয়। এর আওতায় প্রতিটি দেশ নিজেদের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা বজায় রেখে একে অপরের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখতে সম্মত হয়। ইউরোপীয় ইউনিয়ন গঠনের এই গল্প আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে খুবই পরিচিত। কিন্তু এটি এমন এক গল্প, যা বারবার ইউরোপের ঐতিহাসিক বিভক্তি ও ঐক্যের ঘটনা মনে করিয়ে দেয়। মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েল ও হামাসের যুদ্ধের মধ্য দিয়ে আবার সেই গল্প প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। কারণ, গাজার যুদ্ধের কারণে দুই রাষ্ট্রভিত্তিক সমাধানের আলাপটি উঠে এসেছে। দুই রাষ্ট্রভিত্তিক সমাধানের তত্ত্ব অনুযায়ী, ফিলিস্তিন ও ইসরায়েল আলাদা সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে শান্তিপূর্ণভাবে পাশাপাশি সহাবস্থান করবে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে বলেছেন, ইসরায়েলের ওপর হামাসের হামলা করার ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে শেষ হওয়ার পর

দীর্ঘ মেয়াদে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য দুই রাষ্ট্রভিত্তিক সমাধানের পথে অগ্রসর হতে হবে।

বাইডেন মনে করেন, ইসরায়েলের রাষ্ট্র গঠনের অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার মাধ্যমে ফিলিস্তিনি জনগণকে দীর্ঘমেয়াদি শান্তির পথে হাঁটতে হবে। এ স্বীকৃতির মধ্য দিয়েই ফিলিস্তিনিরা তাদের নিরাপত্তা, সমৃদ্ধি ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে পারবে।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, ১৯৯০-এর দশকের গোড়ার দিকে যে ওসলো চুক্তি হয়েছিল, তা আজও কার্যকর হতে পারেনি। আলাদা দুই রাষ্ট্র গঠন সম্ভব হয়নি। জনসংখ্যাগত ও ভৌগোলিক সীমারেখাগত জটিলতা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে।

ইসরায়েলে বসবাসরত আরবদের সংখ্যা এক দিকে যেমন বাড়ছে, অন্যদিকে পশ্চিম তীরে ইহুদি বসতি ক্রমান্বয়ে বাড়ানো হচ্ছে, যা ফিলিস্তিনের আলাদা রাষ্ট্র হওয়ার পথে বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এ কারণে দুই ভূখণ্ডের মধ্যে বাসিন্দাদের অদলবদল (অর্থাৎ ইসরায়েলে থাকা আরবদের ফিলিস্তিনে নেওয়া এবং ফিলিস্তিনে থাকা ইহুদিদের ইসরায়েলে ফিরিয়ে নেওয়া) দিনকে দিন কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে উঠছে। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে দ্বিরাষ্ট্রীয় সমাধানের সমর্থকদের আরও সৃজনশীল হতে হয়েছে। ২০১৫ সালে তৎকালীন ইসরায়েলি প্রেসিডেন্ট রিউভেন রিভলিন একটি বিকল্প প্রস্তাব দিয়েছিলেন। সেই বিকল্প হলো, একধরনের কনফেডারেশন প্রতিষ্ঠা করা, যা প্রস্তাবিত দুটি রাষ্ট্রকে সমগ্র আরব ভূখণ্ডের যৌথ সিদ্ধান্তের কাছাকাছি নিয়ে আসবে। একইভাবে ইসরায়েলি মানবাধিকার আইনজীবী মে পুন্ডাক 'দ্বিরাষ্ট্র সমাধান ২.০' শীর্ষক একটি মডেলের কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, ইউরোপীয় ইউনিয়নের মডেল অনুসরণ করে একটি দ্বিরাষ্ট্রীয় কনফেডারেশন করা সম্ভব, যা দুটো রাষ্ট্রের স্বাধীন ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করবে।

এখন কথা হলো, গত ৭ অক্টোবর হামাসের হামলা এবং তার জেরে গাজায় ইসরায়েলের চালানো হামলার (যাতে ইতিমধ্যেই ১৩ হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন) পর এই দুটি পক্ষকে সংলাপের টেবিলে বসানো প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ক্ষেত্রে ইউরোপীয় অভিজ্ঞতা থেকে তিনটি বিষয়ে জোর দেওয়া যেতে পারে।

প্রথমত, সব ধরনের গোলাগুলি বন্ধ করতে হবে এবং দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তনে বিবদমান উভয় পক্ষকে রাজি করতে পর্যাপ্ত ব্যয় করতে হবে। বর্তমান সংঘাতের পরিপ্রেক্ষিতে সব ফিলিস্তিনি ও ইসরায়েলির স্থায়ী নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে যুক্তরাষ্ট্র ও একাধিক আরব দেশকে তাদের সামরিক বাহিনী একযোগে সরিয়ে নিতে হবে। উভয় ভূখণ্ডের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পর একটি নতুন ভবিষ্যৎ কল্পনা করা যেতে পারে। ইসরায়েলি ও ফিলিস্তিনিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হলেই চলমান সহিংসতা কাটিয়ে সামনে এগোনোর কথা ভাবার সুযোগ পাওয়া যাবে।

দ্বিতীয়ত, শুরুটা ছোট দিয়েই করতে হবে। অর্থাৎ সংলাপের শুরুতেই দুই রাষ্ট্র গঠন এবং সমস্যার দীর্ঘ তালিকা তুলে ধরে তাৎক্ষণিকভাবে সমাধান করার বিষয় উত্থাপন করা যাবে না। বরং ইউরোপিয়ান কোল অ্যান্ড স্টিল কমিউনিটির আদলে কোনো একটি প্ল্যাটফর্ম দাঁড় করাতে হবে, যেখানে বিবদমান পক্ষগুলোকে এক জায়গায় আনা যায়। ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের সবচেয়ে বেশি অংশীদারভিত্তিক সম্পদ সম্ভবত পানি। যৌথ ব্যবস্থাপনায় যদি পানি সংরক্ষণ, সাগরের পানিকে লবণমুক্তকরণ এবং পানির সুষম ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়, তাহলে পানিকে হাতিয়ার বানানো উভয় পক্ষের জন্য কঠিন হবে। আরেকটি সম্ভাবনা হলো যৌথভাবে সাধারণ জ্বালানিসহ সবুজ জ্বালানির উৎপাদন। ইসরায়েল ও ফিলিস্তিন যৌথভাবে জ্বালানি উৎপাদন করতে পারলে বাণিজ্যিক ও পরিবেশগত সুবিধা পাওয়া যাবে এবং ইসরায়েলি সরবরাহের ওপর ফিলিস্তিনিদের জ্বালানিনির্ভরতা হ্রাস পাবে।

তৃতীয়ত, সমমনা তৃতীয় পক্ষের সঙ্গে সম্পৃক্ততা গুরুত্বপূর্ণ। মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলে অর্থনৈতিক সহযোগিতা বাড়াতে হলে এখানে অবশ্যই মুক্তবাণিজ্য অঞ্চল গড়তে হবে। ইউরোপীয় অর্থনৈতিক সম্প্রদায়ের বীজ হিসেবে কাজ করেছিল বেনেলাক্স, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস ও লুক্সেমবার্গের মধ্যকার একটি কাস্টমস ইউনিয়ন। ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনকে অন্তর্ভুক্ত করে জর্ডান, মিসর, সৌদি আরবসহ আরও কয়েকটি দেশ মিলে এ ধরনের একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে অনূদিত

প্রথম নজর

যুক্তরাষ্ট্রে তীব্র রোষানলের শিকার ফিলিস্তিনি শিক্ষার্থীরা

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় হামাস-ইসরায়েল সংঘাত শুরুর পর থেকেই প্রতিবাদে সোচ্চার ফিলিস্তিনপন্থি শিক্ষার্থীদের সংগঠন স্টুডেন্টস ফর জাস্টিস ইন প্যালেস্টাইন। নানা ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়েও লাগাতার কর্মসূচির আয়োজন করে যাচ্ছে তারা। গাজায় ন্যায়বিচারের জন্য প্রতিরোধ দিবসও পালন করেছে। এর জন্য মাসুলও গুনতে হয়েছে অনেক। একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় তাদের সেমিস্টার স্থগিত করেছে আবার অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিলিস্তিনপন্থি শিক্ষার্থীদের শাখা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। শুধু তাই না, ফিলিস্তিনপন্থি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে হামাসের সরাসরি যোগাযোগ আছে বলে অভিযোগ করেছেন ফ্লোরিডার গভর্নর। মার্কিন সম্প্রচারমাধ্যম এনবিসি নিউজ এসব খবর জানিয়েছে। বহু বছর ধরে চলা গণহত্যা, নির্যাতন ও দেশ দখলের প্রতিবাদে গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলকে লক্ষ্য আকস্মিক হামলা চালায় হামাস। আর এই হামলাকে ফিলিস্তিনি প্রতিরোধের জন্য ঐহিতাসিক জয় হিসেবে উল্লেখ করে ফিলিস্তিনিপন্থী শিক্ষার্থীরা। এর জের ধরে পাঁচ পৃষ্ঠার এক প্রচারপত্র ক্যাম্পাসে বিলি করে তারা। পরে তা তদন্তের আওতায় আসে। প্রচারপত্রের বার্তাগুলো ছিল এরকম, ফিলিস্তিনি ছাত্র হিসাবে আমরা এই আন্দোলনের অংশ, এই সহিংসতার জন্য আমরা একাত্মতা জানাচ্ছি না। এদিকে হামাসের এই কর্মকাণ্ডকে সমর্থন করায় ফিলিস্তিনপন্থী শিক্ষার্থীদের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন মার্কিন অ্যাডভোকেসি গ্রুপ অ্যান্টি ডিফেমেশন লিগ। ফ্লোরিডার গভর্নর রন ডিস্যান্টিস ফিলিস্তিনপন্থী কর্মীদের হামাসের সাথে সরাসরি যোগাযোগ আছে বলে অভিযুক্ত করেছেন এবং একজন রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা দুটি রাজ্যের স্কুলে তাদের শাখা বাতিল করতে আদেশ দিয়েছেন। দুটি নেতৃস্থানীয় ইহুদি অ্যাডভোকেসি সংস্থা অন্তত তিনটি কলেজে তাদের ছাত্রত্ব সীমিত করেছে। মার্কিন রাজনৈতিক সেবায় নিয়োজিত ডিস্যান্টিস গ্রুপ ফ্লোরিডা বিশ্ববিদ্যালয়, সাউথ ফ্লোরিডা বিশ্ববিদ্যালয় ওই প্রচারপত্রের সঙ্গে জড়িত শিক্ষার্থীদের বাকি সেমিস্টার স্থগিত করেছে এবং ওই শিক্ষার্থীদের শাখা স্থগিত করেছে।

পদত্যাগের দাবিতে নেতানিয়াহুর বাড়ির সামনে ইসরায়েলিদের বিক্ষোভ

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর বাড়ির সামনে বিক্ষোভ করেছে বিক্ষুব্ধ জনতা। পশ্চিম জেরুজালেমে নেতানিয়াহুর বাড়ির সামনে বিক্ষোভকারীদের হাতে ব্যানার নিয়ে তার বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে দেখা গেছে। রোববার (২৬ নভেম্বর) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা। প্রতিবেদনে জানানো হয়, একটি ব্যানারে লেখা ছিল, ইসরায়েলের জন্য সবচেয়ে বড় বিপর্যয় হচ্ছে নেতানিয়াহু। অপর এক ব্যানারে লেখা ছিল বিবি (নেতানিয়াহু) বিপজ্জনক। এখনই পদত্যাগ করুন। সে সময় বিক্ষোভকারীদের হাতে ইসরায়েলের পতাকাও ছিল। তবে তারা যেন নেতানিয়াহুর বাড়ির কাছাকাছি যেতে না পারেন সেজন্য তাদের কঠিন ভাবে প্রতিহত করেছে পুলিশ। গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামলা চালায় ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস। সে সময় ১২০০ ইসরায়েলি নাগরিক নিহত হয় এবং দুই শতাধিক মানুষকে জিম্মি হিসেবে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হয়। হামাসের এই আকস্মিক হামলার জন্য ইসরায়েলের নিরাপত্তা ঘাটতি এবং নেতানিয়াহুকেই দায়ী করা হচ্ছে। দেশজুড়ে এ নিয়ে তার বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। ছয় ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে।

পবিত্র মসজিদ-এ নববীতে অর্ধকোটির বেশি মুসল্লি

আপনজন ডেস্ক: ইসলামের দ্বিতীয় সম্মানিত স্থান পবিত্র মসজিদ-এ নববী সৌদি আরবের মদিনা নগরীতে অবস্থিত। মক্কায় ওমরাহ শেষে মুসল্লিরা এখানে নামাজ পড়তে আসেন।
জুমার নামাজ ছাড়াও অন্যান্য নামাজে এখানে লাখো মুসল্লির সমাগম থাকে। চলতি আরবি মাসের প্রথম এক সপ্তাহে অর্ধকোটির বেশি মুসল্লির আগমন ঘটেছে। গত ২১ নভেম্বর সৌদি আরবের সংবাদ সংস্থা এক বিবৃতিতে এই তথ্য জানিয়েছে। মক্কা ও মদিনার পবিত্র দুই মসজিদের পরিচালনা পর্ষদ জানিয়েছে, চলতি হিজরি বর্ষের জমাদিউল আউয়াল মাসের প্রথম সপ্তাহে ৫৩ লাখ মুসল্লি ও দর্শনার্থী পবিত্র মসজিদ-ই-নববীতে প্রবেশ করেছেন। তা ছাড়া এক লাখ ৩৫ হাজার ২৪২ জন মহানবী (সা.)-এর পবিত্র রওজা শরিফে নামাজ পড়েছেন। এদিকে পবিত্র মসজিদ-ই-নববী প্রাঙ্গণে রোজাদারদের মধ্যে এক লাখ ১৯ হাজার ৪০০টি জমজম পানির বোতল এবং ৯২ হাজার আটটি হালকা খাবারের প্যাকেট বিতরণ করা হয়। করোনাকাল থেকে রওজা শরিফে যাওয়ার জন্য আগে থেকে অনলাইনে নিবন্ধন করতে হয়। মক্কায় পবিত্র মসজিদুল হারামে ওমরাহর কার্যক্রম সম্পন্ন করে মুসল্লিরা মদিনায় যান। তাঁরা সেখানে পবিত্র মসজিদ-ই-নববীতে নামাজ পড়েন এবং পবিত্র রওজা শরিফ জিয়ারত করেন। এ বছর ওমরাহর মৌসুমে এক কোটির বেশি মুসল্লি ওমরাহ পালন করবেন বলে আশা করছে সৌদি আরব। করোনা-পরবর্তী সর্ববৃহৎ হজের পর গত জুলাই থেকে ওমরাহর মৌসুম শুরু হয়।

গাজায় ৪০ হাজার টন বিস্ফোরক ফেলেছে ইসরায়েল: হামাস

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলি সেনাবাহিনী ৭ অক্টোবর থেকে গাজা উপত্যকায় ৪০ হাজার টন বিস্ফোরক ফেলেছে। গাজা সরকারের মিডিয়া অফিসের প্রধান সালামা মারুফ রবিবার টেলিগ্রামে একটি বিবৃতি জারি করে এ তথ্য জানিয়েছেন। মারুফ বলেন, ইসরায়েলি দখলদার বাহিনী উপত্যকায় ৭ অক্টোবর থেকে ৪০ হাজার টন বিস্ফোরক ফেলেছে। তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, সম্প্রতি দখলদার বাহিনীর ব্যবহৃত বোমাগুলো আগে কখনো ব্যবহার করা হয়নি। দখলদার বাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞ গাজাকে বসবাসের অযোগ্য করে তোলার অভিপ্রায়কে প্রতিফলিত করে। বিবৃতিতে মারুফ সাময়িক বিরতির বিষয়েও আলোচনা করেছেন। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, অবকাঠামো ও বাসস্থানের যথেষ্ট ধ্বংস হয়েছে। গাজা উপত্যকার জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ এখনো প্রয়োজনীয় সরবরাহ পায়নি। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেছেন, সব আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের অনুপস্থিতি স্পষ্ট। একটি বড় ফিল্ড হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার জন্য চাপের প্রয়োজন রয়েছে বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি। ৭ অক্টোবর ইসরায়েল হামাস এক নজিরবিহীন হামলা চালায়। ইসরায়েলি কর্মকর্তাদের মতে, সেই হামলায় প্রায় এক হাজার ২০০ জন নিহত এবং প্রায় ২৪০ জন হিস্মি হয়েছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

মায়ানমার সেনাবাহিনীর আরো একটি সীমান্ত ক্রসিং দখল করলো বিদ্রোহীরা

আপনজন ডেস্ক: সহিংসতা কবলিত মায়ানমারে সেনাবাহিনীর কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ আরো একটি সীমান্ত ক্রসিংয়ের দখল নিয়েছে বিদ্রোহীরা। রোববার (২৬ নভেম্বর) স্থানীয় মিডিয়া এবং নিরাপত্তা সূত্রের বরাতে এ তথ্য জানিয়েছে বার্তা সংস্থা এএফপি। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে চীন সীমান্তের কাছে মায়ানমারের শান রাজ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়েছে। মূলত তিনটি জাতিগত সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর সশস্ত্র জোট গত অক্টোবরে সামরিক বাহিনীর ওপর আক্রমণ শুরু করলে বিপাকে পড়ে জান্তা। গোষ্ঠীগুলো এরই মধ্যে কয়েক ডজন সামরিক পোস্ট এবং চীনের সঙ্গে বাণিজ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি শহর দখল করে নিয়েছে। এর ফলে অর্থ সংকটে থাকা মায়ানমার জান্তার আয়ের পথ আরো সংকুচিত হয়েছে। তিন গোষ্ঠীর একটি মায়ানমার ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স আর্মি (এমএনডিএএ) রোববার স্থানীয় সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছে, তারা কিইন সান কিয়াউত সীমান্ত গেটের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে।
কোকাং নিউজের খবরে বলা হয়েছে, সকালে মিউজ জেলার মংকো এলাকায় কিইন সান কিয়াউত নামে আরো একটি সীমান্ত গেট দখল করার কথা জানিয়েছে এমএনডিএএ।

মালয়েশিয়ায় দুর্ধর্ষ অভিযানে ইসরাইলিদের কবল থেকে ফিলিস্তিনি হ্যাকারকে উদ্ধার করল তুর্কি গোয়েন্দারা

আপনজন ডেস্ক: মালয়েশিয়ায় দুর্ধর্ষ অভিযানে ইসরাইলি গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের কবল থেকে বিখ্যাত ফিলিস্তিনি হ্যাকারকে উদ্ধার করেছে তুর্কি গোয়েন্দারা। উদ্ধার অভিযান গত বছর সম্পন্ন হলেও সম্প্রতি তা প্রকাশিত হয়েছে। উদ্ধার হওয়া ফিলিস্তিনি হ্যাকার ওমর জেডএমএ ইসরাইলের আয়রন ডোমকে অন্ধ করে নামিয়ে এনেছিলেন। এতো পাগলের মতো ক্ষেপে ওঠে ইসরাইলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ। পরে তারা প্রযুক্তিগত গবেষণা শুরু করে। অবশেষে মোসাদ এজেন্টরা তিন বছর কাজ করার পরে জানতে পারে, ওমর জেডএমএ নামে গাজার এক প্রতিভাবান কম্পিউটার প্রোগ্রামার যুবক আয়রন ডোমে ওই অন্ধত্ব সৃষ্টি করেছিল। অনুসন্ধানে তারা জানতে পারে, ওমর গাজার ইসলামিক ইউনিভার্সিটিতে কম্পিউটার প্রোগ্রামিংয়ে স্নাতক করেছিলেন। পরে তিনি গাজার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জন্য একটি হ্যাকিং সফটওয়্যার তৈরি করেছিলেন, যেটি দিয়ে অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং ফোনে অনুপ্রবেশ করা যায়। পরে তাদের ধারণা জন্মে, হয়তো ২০১৫-১৬ সালে আয়রন ডোমকে হ্যাক করে হামাসের আল-কাসাম ব্রিগেডকে ইসরাইলে রকেট হামলা চালাতে এই ওমরই সাহায্য করেছিলে। মোসাদ যখন ওমরকে শনাক্ত করে, তখন মোসাদের লক্ষ্য হয় ওমরকে অপহরণ করা, তাকে তেল আবিবে নিয়ে যাওয়া এবং সেখানে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা। মোসাদ তার নিজস্ব দুর্বলতা খুঁজে পায়নি। কী খোলা আছে জানতে চায়। ওমর ২০১৯ সালে মিসর যান। সেখানে তাকে প্রলুব্ধ করার জন্য নরওয়ের একটি সফটওয়্যার কোম্পানির পক্ষ থেকে ওমরকে চাকরির অফার দেয় মোসাদ। কিন্তু তিনি ওই কোম্পানির সাথে ইসরাইলের সম্পৃক্ততা আঁচ করতে পেরে প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করেন। ২০২০ সালে ওমর ইস্তাম্বুল চলে যান। সেখানে তিনি ইস্তাম্বুলে সফ্টওয়্যার-সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ ও সেমিনারে অংশ নেন। হ্যাকার হিসেবে পরিচিতির কারণে তুরস্কের গোয়েন্দা সংস্থা এমআইটি তার অবস্থান সম্পর্কে সচেতন ছিল। পরে ২০২১ সালের এপ্রিলে রাইদ গজল নামে এক মোসাদ এজেন্ট নিজেকে ফরাসি কোম্পানি থিঙ্ক হায়ারের কর্মকর্তা দাবি করে আবারো ওমরকে চাকরির প্রস্তাব দেন। গজলের পরে ওমর শালাবি নামে আরেক মোসাদ অপারেটর ফরাসি কোম্পানির পক্ষ থেকে তার সাথে যোগাযোগ করেন। তিনি তাদের জন্য কোডিং সফটওয়্যার বানাতে ওমরকে ১০ হাজার ডলারের প্রস্তাব দেন। পরে ওমর সেই কাজ করে দেন। ২০২২ সালের জুনে নিকোলা রাডোনিজ নাম ব্যবহার করে অন্য এক মোসাদ সদস্য ওমরের সাথে যোগাযোগ করেন। তিনি ওমরকে ব্রাজিল বা ইস্তাম্বুলে চাকরির প্রস্তাব দেন। এ সময় তার সাথে আরো তিনজন মোসাদ সদস্য সফটওয়্যার ডেভেলপার সেজে ওমরের সাথে যোগাযোগ করেন। তারা তাদের দলে ওমরকে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানান। এ সময় তাকে তাদের সাথে বিদেশ সফরেরও প্রস্তাব দেন। কিন্তু এর মাধ্যমে মূলত মোসাদ সদস্যরা তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তেল আবিব নিয়ে যাওয়ার ফন্দি আঁটছিল। ওমর তাদের প্রস্তাবে রাজি হতে চাচ্ছিলেন। পরে এমআইটি তাকে মোসাদের ব্যাপারে সতর্ক করে। তিনি আর তাদের সাথে যাননি। মোসাদ হাল ছাড়েনি। ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে ওমর মালয়েশিয়ায় ছুটি কাটাতে যান। তখন এমআইটির কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স বিভাগের ইস্তাম্বুল শাখা তাকে অপহরণের আশঙ্কার কথা জানায়। ফলে তার ফোনে ট্র্যাকিং সফটওয়্যার ইনস্টল করে দেয়। এর একদিন পরই ওমরকে কুয়ালালামপুর থেকে অপহরণ করে মোসাদ। পরে তারা তাকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার দূরে একটি দুর্গম এলাকায় নিয়ে যায়। সেখানে মোসাদ সদস্যরা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ ও নির্যাতন করে। এ সময় তেল আবিবের মোসাদ সদস্যরা ভিডিও কলের মাধ্যমে জিজ্ঞাসাবাদে যোগ দেয়। কোন পদ্ধতিতে ওমর আয়রন ডোম হ্যাক করেছিলেন এবং অ্যান্ড্রয়েড-ভিত্তিক হ্যাকিং সফটওয়্যার তৈরি করার জন্য তিনি কোন পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন তা জানতে চায় মোসাদ। এর মধ্যে এমআইটি এই অপহরণের বিষয়ে জানতে পারে। তখনই তারা মালয়েশিয়ার কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে। পরে ট্র্যাকিং সফটওয়্যারের মাধ্যমে ওমরকে কোথায় রাখা হয়েছে, তা সনাক্ত করতে তাদের সাহায্য করে। মালয়েশিয়ার নিরাপত্তা বাহিনী ওই বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ওমরকে উদ্ধার করে। পরে ওমরকে অপহরণের অভিযোগে ১১ জনকে গ্রেফতর করা হয়। এমআইটি এই অপারেশনের মাধ্যমে ওমরকে বাঁচায়।
ওমরকে উদ্ধার করে ইস্তাম্বুলে নিয়ে আসা হয়। ওমর এ. বর্তমানে ইস্তাম্বুলের একটি সেফ হাউস বাড়িতে নিরাপদে আছেন। এটিকে বিশেষভাবে সুরক্ষা দেয় এমআইটি। এরপর তুর্কি গোয়েন্দারা ফোয়াদ ওসামা হিজাজি নামে একজনকে গ্রেফতার করে, যিনি ছিলেন নিকোলা রাডোনিজের সাথে কাজ করা মোসাদ সদস্য।

কুয়েতের সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে ৭ বছরের কারাদণ্ড

আপনজন ডেস্ক: সামরিক তহবিল আত্মসাৎ ও অপব্যবহারের দায়ে কুয়েতের সাবেক প্রতিরক্ষা ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শেখ খালিদ আল-জাররাহ আল-সাবাহকে সাত বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। রোববার (২৬ নভেম্বর) দেশটির সর্বোচ্চ আদালত এই সাজা ঘোষণা করে বলে এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম আল-আরাবিয়া। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সাবেক প্রতিরক্ষা ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শেখ খালিদ আল-জাররাহ আল-সাবাহ ছাড়াও দেশটির সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ জাবের আল-মুবারক আল-সাবাহও একই ধরনের অভিযোগের মুখোমুখি হয়েছেন। রোববার আদালত তাকে তার অব্যবস্থাপিত তহবিল ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তবে তারা উভয়ই নিজেদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। ২০১১ সাল থেকে প্রধানমন্ত্রীর পদে থাকা শেখ জাবের ২০১৯ সালে পদত্যাগ করেছিলেন। মূলত কুয়েতের আইনপ্রণেতারা সেই বছর শেখ খালিদের বিরুদ্ধে অনাস্থা ভোট উত্থাপন করতে চাওয়ার পর তিনি পদত্যাগ করেন। শেখ খালিদ সেই সময়ে কুয়েতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদে ছিলেন। তৎকালীন প্রতিরক্ষামন্ত্রী শেখ নাসের সাবাহ আল-আহমেদ সরকারের পদত্যাগের দুই দিন পরে একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন। সেখানে তিনি বলেছিলেন, তার দায়িত্ব গ্রহণের আগে সামরিক তহবিলের প্রায় ২৪০ মিলিয়ন দিনার (৭৭৮.৬১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) অব্যবস্থাপনা এড়াতে মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করেছে।

আলাস্কায় ভূমিধসে নিহত ৩, নিখোঁজ ৩

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কা অঙ্গরাজ্যে ভূমিধসের এক ঘটনায় অন্তত তিন জন নিহত ও আরো তিন জন নিখোঁজ রয়েছেন বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। স্থানীয় সময় সোমবার (২০ নভেম্বর) রাতে আলাস্কার দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় রেঙ্গল দ্বীপে ভূমিধসের ঘটনাটি ঘটে। এ সময় বৃষ্টি ভেজা পর্বতের একটি ঢাল ধসে পড়ে। এতে তিনটি বাড়ি ও উপকূলীয় মহাসড়কের একটি অংশ চাপা পড়ে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৩২ মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৪.৫৬ মি.

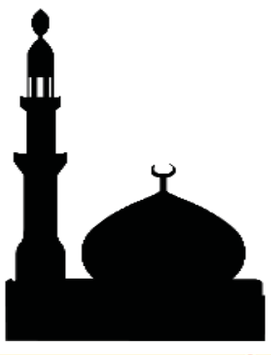

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৩২	৫.৫৮
যোহর	১১.২৯	
আসর	৩.১৫	
মাগরিব	৪.৫৬	
এশা	৬.১০	
তাহাজ্জুদ	১০.৪৪	

ইসরায়েলের ২০ কারাগারে বন্দি ৮ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি

আপনজন ডেস্ক: চারদিনের যুদ্ধবিরতি চুক্তির আওতায় হামাসের হাতে আটক ৫০ জিম্মির মুক্তির বিনিময়ে ইসরায়েলি কারাগার থেকে ১৫০ জন ফিলিস্তিনি কারাবন্দিদের মুক্তি দেবে ইসরায়েল। তবে কারাবন্দিদের মুক্তি দেওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্যে পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনিদের গ্রেফতার করা অব্যাহত রেখেছে হানাদার ইসরায়েলি বাহিনী। শনিবার (২৫ নভেম্বর) ১৭ জন ফিলিস্তিনিকে পশ্চিম তীর থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে ফিলিস্তিনি প্রিজনার ক্লাব। হাজার হাজার এই ফিলিস্তিনি বন্দিরা কতদিন ধরে ইসরায়েলের কারাগারে রয়েছেন বা এর পেছনের কাহিনি কী তা অনেকেরই অজানা। সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার দেওয়া তথ্য মতে, ইসরায়েলের কারাগারে এখন বন্দি রয়েছেন ৮ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি।
এরমধ্যে ৩০০ শিশু ও ৭২ জন নারী। এদের মধ্যে ২ হাজার ফিলিস্তিনিকে কোন কারণ ছাড়াই বন্দি করা হয়েছে। গত ৭ অক্টোবর সংঘাত শুরু পর থেকে ৩ হাজার ফিলিস্তিনিকে বন্দি করেছে ইসরায়েল।
এর মধ্যে ১৪৫জন শিশু, ৩৭জন সাংবাদিক। গাজায় ২২ লাখ ফিলিস্তিনি অবরুদ্ধ জীবনযাপন করেন। এরমধ্যে কখনো না কখনো ইসরায়েলের কারাগারে ছিলেন এমন সংখ্যা নেতাহ কম না।

সোমালিয়ায় বন্যায় প্রাণহানি বেড়ে ১০০

আপনজন ডেস্ক: পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় ভারী বৃষ্টির ফলে সৃষ্ট আকস্মিক বন্যায় প্রাণহানি বেড়ে প্রায় ১০০ জনে দাঁড়িয়েছে। রোববার (২৬ নভেম্বর) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে দেশটির রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা সোনা। দেশটির বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা সংস্থার প্রধান মাহামুদ মোয়ালিমও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। পূর্ব আফ্রিকার অন্যান্য দেশ এবং হর্ন অব আফ্রিকার মতো সোমালিয়াতেও অক্টোবরে ভারী বর্ষণ শুরু হয়।

সামরিক অস্ত্রাগারে আক্রমণের পর সিয়েরা লিওনে দেশব্যাপী কারফিউ

আপনজন ডেস্ক: সিয়েরা লিওনের রাজধানী ফ্রিটাউনে রবিবার সশস্ত্র সংঘর্ষ শুরু হয়েছে। সরকার এটিকে সামরিক অস্ত্রাগারের ওপর আক্রমণ বলে বর্ণনা করেছে। এ ছাড়া দেশটিতে তাৎক্ষণিক জাতীয় কারফিউ জারি করা হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেছেন, তারা শহরের উইলবারফোর্স জেলায় গুলি ও বিস্ফোরণের শব্দ শুনেছেন, যেখানে অস্ত্রাগার এবং বেশ কয়েকটি দূতাবাস রয়েছে। অন্য প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেছেন, তারা মারে টাউন জেলার একটি ব্যারাকের কাছে, নৌবাহিনীর আবাসস্থল, সেই সঙ্গে ফ্রিটাউনের অন্য একটি সামরিক স্থাপনার বাইরে গোলাগুলির শব্দ শুনেছেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে পোস্ট করা ভিডিওতে রাস্তায় পুরুষদের দল দেখানো হয়েছে, যাদের পলাতক বন্দি হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। তবে কারাগারের গেট খুলে দেওয়া হয়েছে বলে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। এ ছাড়া সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যকে পোস্ট করা অডিওতে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের গুলি এবং বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। এদিন রাজধানীর রাস্তাঘাট ফাঁকা হয়ে গেছে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন। প্রত্যক্ষদর্শী সুসান কার্গবো টেলিফোনে বলেছেন, ‘আমি ভোর সাড়ে ৪টার দিকে উইলবারফোর্স ব্যারাক থেকে ভারী মেশিনগানের (গুলি) এবং বোমার বিকট শব্দে জেগে উঠেছিলাম। আমি হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম এবং...আজ সকাল পর্যন্ত গুলি চলেছিল, এটি একটি যুদ্ধের মতো ছিল।’

সিরিয়ায় বিদ্রোহী নিয়ন্ত্রিত গ্রামে গোলাবর্ষণ, শিশুসহ নিহত ১০

আপনজন ডেস্ক: গৃহযুদ্ধকবলিত সিরিয়ার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ইদলিব শহরে বিদ্রোহী নিয়ন্ত্রিত একটি গ্রামে গোলাবর্ষণ করেছে দেশটির সরকারি বাহিনী। এতে ছয় শিশুসহ অন্তত দশজন নিহত হয়েছে। শনিবার (২৫ নভেম্বর) একটি খামারে জলপাই তোলার সময় এই হামলার ঘটনা ঘটে বলে বিদ্রোহীদের বরাত দিয়ে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি)। যুক্তরাজ্যভিত্তিক সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটস এবং সিরিয়ান সিভিল ডিফেন্স (হোয়াইট হেলমেট) জানিয়েছে, সিরিয়ার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ইদলিব শহরে বিদ্রোহী নিয়ন্ত্রিত একটি গ্রামের খামারে গোলাবর্ষণ করা হয়েছে। একজন আহত নারীকে চিকিৎসা সেবা দেওয়ার সময় হোয়াইট হেলমেট জানিয়েছে, মৃত ব্যক্তিদেরকে তাদের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রাশিয়া ও তুরস্কের মধ্যে ২০২০ সালের মার্চ মাসে যুদ্ধবিরতির পর এটিই সর্বশেষ গোলাবর্ষণের ঘটনা। তাছাড়াও এই অঞ্চলে বারবার যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করা হয়েছে। এখানে ১২ বছরের সংঘাতে লাখ লাখ মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। যুদ্ধবিরতির আগের বছরেও এখানে হাজার হাজার হত্যা করা হয়েছে। আহত হয়েছেন অগণিত মানুষ। ২০১১ সালের মার্চে সিরিয়ার সংঘাত শুরুর পর থেকে কয়েক লাখ মানুষের প্রাণহানি হয়েছে।

প্রথম নজর

শীত পড়তেই ভিড় জমছে ঝাড়গ্রামের জুলজিক্যাল পার্কে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ঝাড়গ্রাম

আপনজন: রাস্তার দুই ধারে শাল ও পিয়ালের জঙ্গল ঘেরা লাল মাটির জেলা ঝাড়গ্রাম। শহরের আদরেই গড়ে উঠেছে ঝাড়গ্রাম জুলজিক্যাল পার্ক। শীতের স্নিগ্ধ সকালে চিতাবাঘ থেকে শুরু করে হরিণ কেউ রোদ পোহাচ্ছে কেউ আবার ক্ষুধা নিবারণ করছে।সঙ্গে বিভিন্ন পশু পাখিতে ভরে উঠেছে এই পার্ক। প্রায় ২২ হেক্টর জায়গা জুড়ে আধুনিক প্রযুক্তিতে গড়ে তোলা হয়েছে এই পার্ক। জঙ্গলের ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক শুনতে শুনতে লাল মাটি ঘেরা রাস্তা দিয়ে প্রবেশ পার্কে। নির্জন নিস্তব্ধতায় মনমুগ্ধ পরিবেশে আনন্দ উপভোগ করতে ভিড় জমাচ্ছেন পর্যটকরাও। সুদূর কলকাতা থেকে জঙ্গলমহলে অবস্থিত ঝাড়গ্রাম জেলার এই জুলজিক্যাল পার্ক বর্তমানে জঙ্গলমহলে ঘুরতে আসা পর্যটকদের প্রধান প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠেছে। সবে শীতের শুরু। আর তাতেই পর্যটকরা আসতে শুরু করেছেন। বিভিন্ন জায়গা থেকে আনা হয়েছে পশুপাখি, হরিণ ও চিতা বাঘ। তারাও উষ্ণ ঠান্ডার স্নিগ্ধতাতেই সূর্যের আলো নিতে খোশ মেজাজে ঘুরে বেড়াচ্ছে চিড়িয়াখানার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে। যা দেখে অত্যন্ত খুশি দূর দূরান্ত থেকে ঘুরতে আসা পর্যটকরাও। তাই এই পশুপাখিদের মাঝে হাতে থাকা মোবাইল ফোন নিয়ে সেলফি তুলতে ব্যস্ত পর্যটকরা। কচিকাঁচাটা আমার পার্কের মধ্যে থাকা দোলনায় দোল খেতে ব্যস্ত।আগামী দিনে জঙ্গলমহলের প্রাণকেন্দ্র হিসেবেই গড়ে উঠবে এই জুলজিক্যাল পার্ক এমনটাই মনে করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই দুর্গাপূজার সময় রেকর্ড পরিমাণ ভিড় হয়েছে এই পার্কে।

'নিষ্পলকের' বিশেষ সংখ্যা

শনিবার আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হল 'নিষ্পলক'-এর "ইতিহাস ও সমকাল' সংখ্যা। অনুষ্ঠানে অধ্যাপক রাজকুমার চক্রবর্তী মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। প্রাচীন ভারত থেকে শুরু করে আধুনিক সময়কাল পর্যন্ত ইতিহাসের নানান দিক লেখক মহোদয় তুলে ধরেছেন। সাথে থাকছে পত্রিকার অন্যান্য নিয়মিত বিভাগ।

দেগঙ্গায় বল ভেবে খেলতে গিয়ে বোমা ফেটে জখম কিশোর

নিজস্ব প্রতিবেদক ● দেগঙ্গা

আপনজন: উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার দেগঙ্গার কলসুর গ্রামে বল ভেবে খেলতে গিয়ে বোমা ফেটে জখম হয় এক কিশোর। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে প্রথমে দেগঙ্গা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও পরে বারাসত জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। রবিবার দেগঙ্গা থানার দক্ষিণ কলসুর গ্রামে তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিসের পেছনে শাহনাজ তরফদারের জমিতে একটি বস্তায় বেশ কয়েকটি তাজা বোমা রাখা ছিল। সুতলি বাধা গোলাকৃতি বলের মত দেখতে হাত বোমা গুলিকে বল ভেবে খেলতে গিয়ে বোমা ফেটে গুরুতর জখম হয় আরমান মন্ডল নামের ১৩ বছরের এক কিশোর। আরমান মন্ডলের বাবা আজীবর মন্ডল পেশায় দিনমজুর।

ঘটনার পরেই এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। কে বা কারা বোমা গুলি রেখে গেছে, তা এখনো নিশ্চিত নয়। গোটা ঘটনার তদন্ত করে দেখছে দেগঙ্গা থানার পুলিশ।

অন্যদিকে,ট্রেনের ধাক্কায় যুবকের মৃত্যু ঘটনাস্থলে তদন্তে যায় পুলিশ।উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটে মহকুমার হাসনাবাদ - শিয়ালদা ডাউন লোকাল মালতিপুর স্টেশনের ঘটনা। রবিবার সকাল বেলায় লাইনের পাশ থেকে হেঁটে আসছিল বছর ৩২- র এক যুবক । স্টেশনে এই সময় ডাউন শিয়ালদা লোকাল সজোরে ধাক্কা মারলে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় এক যুবকের। এই ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ট্রেন যাত্রীদের মধ্যে। যাত্রীরা জানান যখন ওই যুবক আসছিল ট্রেনের চালক নাকি কোন হুইসেল দেন নি।যার কারণে অসতর্কতার ফলে ওই মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাস্থলে বসিরহাটের জিআরপি গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে বারাসত পুলিশ মর্গে পাঠায়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বেশ কিছুক্ষণের জন্য ট্রেন চলাচল বিঘ্নিত হয়। পরে আবার পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। যুবকের নাম ও পরিচয় জানার চেষ্টা করছে রেল পুলিশ।

গুরুনানকের জন্মদিন উপলক্ষে শোভাযাত্রা

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: শিখ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা গুরু নানকের জন্মদিন উপলক্ষে শহর বর্ধমানে শোভাযাত্রা করে শিখ ধর্মাবলম্বী মানুষেরা । শিখ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা গুরু নানক ১৪৬৯ সালে কার্তিক পূর্ণিমার দিনে জন্মগ্রহণ করেন। তাই প্রতি বছর কার্তিক পূর্ণিমায় গুরু নানক জয়ন্তী পালিত হয়। শিখ ধর্মাবলম্বীরা এই তিথিটি অত্যন্ত পবিত্র মনে করে। এই সময় গুরুদ্বারা ফুল ও আলো দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয়। প্রথম দিন অমৃত বেলায় এই উৎসব শুরু হবে। প্রার্থনার পর লঙ্গর বা ভান্ডারা করা হয়। লঙ্গরের পর কথা ও কীর্তনের পাঠ জারী রাখা হয়। রাতে গুরবাণী গায়নের পর উৎসবের সমাপ্তি ঘটে। গুরু নানক জয়ন্তীর দিনে শিখ সম্প্রদায়ভুক্তরা নানান স্থানে লঙ্গরের আয়োজন করেন।

মূলত এদিন জিটি রোড গুরুদুয়ারা থেকে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শুরু হয়, শেষ হয় সর্ব্বমঙ্গলা পাড়ার গড়গড়া ঘাট গুরু দুয়ারে শেষ হয় । শিখ ধর্মের এই শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন, বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস,শহর সভাপতি তন্ময় সিংহ রায়,পুরপিতা সাহাবুদ্দিন খাঁন, শিখ সংগঠনের জেলা সভাপতি মাহিন্দ্রা সিং সালুজা সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

রাজ্যে সব খুনের পিছনে 'মোটা ভাই', নাম না করে অমিত শাহকে কটাক্ষ ফিরহাদের

মনজুর আলম ও মোমিন আলি লস্কর ● জয়নগর

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর এক নম্বর ব্লকে বামনগাছি অঞ্চলের কামারিয়া গ্রামে বাঙার বুড়ি মোড়ে গত ১৩ নভেম্বর সাজসকালে বামনগাছি অঞ্চলের তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতির এই ঘটনা পর ঘটনার স্থল থেকে দীর্ঘ ৫ কিলোমিটার দূরে দলুয়াখাকী গ্রামে লস্কর পাড়ায় সিপিএম সমর্থকদের বাড়ি লুটপাট, ভাঙচুর, ও পরে অগ্নিসংযোগ চালায়। লস্কর পাড়ার প্রচুর পরিমানে বাড়ি দোকান কারখানা আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। রবিবার দ্বিতীয় বার কামদুনির প্রতিবাদী দুই মুখ মৌসুমী কয়াল ও টুম্পা কয়াল ত্রাণ নিয়ে আসেন ওই গ্রামে। অন্যদিকে, এদিনই নিহত তৃণমূল নেতা সাইফুদ্দিন লস্করের পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। সাইফুদ্দিনের বাবা মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে কাছে পেয়ে তার কাছে সাইফুদ্দিনের খুনের 'ইনসাফ' চান। ফিরহাদ দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি হওয়ার আশ্বাস দেন। এ বিষয়ে ফিরহাদ সংবাদমাধ্যমকে জানান, ফিরহাদ জানিয়েছেন, নিহত সাইফুদ্দিন ছিলেন খুবই দরিদ্র পরিবারে। দল তাদের পাশে আছে। তার পরিবারের তরফে দাবি করা হয়েছে, প্রকৃত দোষীর শাস্তি চাই, ইনসাফ চাই। দোষীরা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পাক দল চায়। এরপরে মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম মরিশ্বর মতিলাল অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে নিহত সাইফুদ্দিনের স্মরণ সভায় হাজির হন। ওই স্মরণ সভায় ফিরহাদ হাকিম, দলুয়াখাকি গ্রামে তৃণমূল নেতা সাইফুদ্দিনকে খুনের পিছনে নাম না করে অমিত শাহকে নিশানা করেন। ফিরহাদ, অমিত শাহকে নিমানা করে বলেন, রাজ্যে যত খুন হচ্ছে তাঁর পেছনে একজনই রয়েছে মোটা ভাই। তবে, সাইফুদ্দিনের খুন নিয়ে বিরোধী দলগুলি নিম্নমানের রাজনীতি করছে বলে মন্তব্য করেন ফিরহাদ। তিনি বলেন, বিরোধীরা নিহত সাইফুদ্দিনের পরিবারের কাছে সমবেদনা জানাতে যায়নি। অথচ, বিজেপি, আইএসএফ, সিপিএম গ্রামে যাচ্ছে যাদের ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের নিয়ে রাজনীতি করতে। যদিও রাজ্য সরকারের তরফে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানান। আগামী নির্বাচনে মানুষ বিরোধীদের জবাব দেবে বলে মন্তব্য করেন ফিরহাদ। বারুইপুর পূর্বের বিধায়ক বিভাস সরদার বলেন, প্রশাসন তদন্ত করছে দোষী দের শাস্তি দেওয়ার জন্য। যদি প্রশাসন দোষীদের শাস্তি না দেয়, তাহলে আমরা নিজেরাই দোষীদের শাস্তি দেব বলে হুঁশিয়ারি দেন বিভাস। বিধায়ক বিভাস সরদার আরও বলেন, আমি সাইফুদ্দিন লস্করের নামে সফত করছি , বামনগাছি অঞ্চল কি দলুয়াখাকী গ্রামে সিপিআইএম পার্টির কোন পতাকা ভোটের সময় ব্যানার লাগাতে দেব না এদিনের স্মরণসভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক শওকত মোল্লা, সাংসদ শুভাশিস চক্রবর্তী, জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস, ট্রেড ইউনিয়নের নেতা শক্তি মন্ডল, ব্লক সভাপতি তুহিন বিশ্বাস, বারুইপুরের তৃণমূল নেতা শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী সহ স্থানীয় নেতারা।

উল্লেখ্য গত ১৩ ই নভেম্বর ভোরের নামাজ পড়তে গিয়ে বাড়ির কাছেই খুন হয় এই তৃণমূল নেতা, খুন করে পালাতে গিয়ে স্থানীয়দের হাতে ধরা পড়ে দুই দুষ্কৃতী। একজনকে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগ ছিল, তারপর দলুয়াখাকিতে চলে লুটপাট অগ্নিসংযোগ এর ঘটনা ঘটে।

দলুয়াখাকি গ্রামে খুন হওয়া তৃণমূল নেতা সাইফুদ্দিনের বাড়িতে মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম।

ফেরিওয়ালাকে বেঁধে রেখে থানায় খবর দিলেন গ্রামবাসীরা

মাফরুজা খাতুন ● ক্যানিং

আপনজন: বাইকের পিছনে শীতের কম্বল,চাদর সহ অন্যান্য সরঞ্জাম নিয়ে একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ফেরি করে বিক্রি করছিলেন জীবনতলা থানার কালিবাড়ি এলাকার যুবক সামসুল খান।ফে রি করতে করতে বাইক চালিয়ে শনিবার বিকাল নাগাদ হাজীর হয়েছিল ক্যানিং থানার ইটখোলা পঞ্চায়েতের উত্তরেদোখালি গাজীপাড়া এলাকায়।

অভিযোগ সামসুল নামে ওই ফেরিওয়ালা গ্রামে ঢুকেই পাড়ার গৃহবধু, যুবক, যুবতীদের কাছে পাড়ার মস্তান কে রয়েছে? তাদের নাম কি?এবং তাদের ফোন নম্বর চেয়ে খোঁজ খবর শুরু করে। ফেরিওয়ালার কাছ থেকে আচমকা এমন কথাবার্তা শুনে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েন এলাকার বাসিন্দারা। তারা সন্দেহভাজন ফেরিওয়ালা যুবককে একটি লাইটের পোষ্টে বেঁধে রাখে।

এমন ঘটনা নজরে পড়ে এলাকার প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য শাজাহান গাজীর। তিনি আতঙ্কগ্রস্ত গ্রামবাসীদের ভরসা দিয়ে ক্যানিং থানায় ঘটনার কথা জানান। ক্যানিং থানার পুলিশ খবর পেয়েই দ্রুত ঘটনাস্থলে হাজীর হয়।ওই ফেরিওয়ালা যুবক কে উদ্ধার করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করে থানায় নিয়ে আসে।

প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য শাজাহান গাজী জানিয়েছেন, গত ১৫ জুলাই আমাদের বুথ সভাপতি নানু গাজী কে কুপিয়ে খুন করেছিল দুষ্কৃতিরা। গ্রামের মানুষজন এমনিতেই আতঙ্কিত রয়েছে। তারপর বহিরাগত যুবকের এমন আচরণে গ্রামবাসীদের সন্দেহ হয়,আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পড়েন। তারা তাকে বেঁধে রাখে। ঘটনার খবর জানতে পেরে পুলিশ কে ঘটনার কথা জানাই।ক্যানিং থানার পুলিশ ওই যুবক কে উদ্ধার করে নিয়ে গিয়েছে।তবে ওই যুবক কেন 'মস্তান'দের খোঁজ করছিল সেবিষয়ে পুলিশি তদন্তে আসল সত্য ঘটনা উঠে আসবে। তবে আচমকা এমন ঘটনায় এলাকার বাসিন্দারা চরম আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন।'

ডাউট ক্লিয়ারিং ক্লাস পেয়ে আপ্লুত বেস-আন-নূর এর ছাত্র-ছাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বালুরঘাট

আপনজন: স্যান্ডফোর্ড অ্যাকাডেমি পরিচালিত মাধ্যমিক ২০২৪ -এর মক টেস্ট এবং তার খাতা মূল্যায়নের পর রবিবার দক্ষিণ দিনাজপুরের বেস আন নূরে ছিল ডাউট ক্লিয়ারিং সেশন। এদিন এই ডাউট ক্লিয়ারিং অধিবেশন নিয়ে এখানকার ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ছিল তুমুল উৎসাহ উদ্দীপনা। মক টেস্ট দেয়ার পর নিজেদের ভুল ত্রুটি গুলো শুধরে নেয়ার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের এই তৎপরতায় খুশি কলকাতা থেকে আগত নামী শিক্ষকেরাও।

অন্যান্য বিভিন্ন সংস্থা পরিচালিত ডাউট ক্লিয়ারিং ক্লাসের থেকে এটি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন । অন্যান্য ডাউট ক্লিয়ারিং ক্লাসে শুধুমাত্র টেস্ট পেপারটি যেটির উপরে পরীক্ষা নেয়া হয়েছিল তার ওপরেই ভুল ত্রুটিগুলো দেখিয়ে তাকে সম্ভাব্য লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়া হয় কিন্তু অ্যাকাডেমির ডাউট ক্লিয়ারিং ক্লাস শুধুমাত্র পরীক্ষা পত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, ভালো উত্তরপত্র তৈরি করতে গেলে কোন কোন দিকে খেয়াল রাখতে হয় তা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়। শব্দ সংখ্যা বেঁধে সময়ের মধ্যে কেমন করে যথাযথ উত্তর লিখতে হয় সে সম্পর্কে বিশদ আলোচনা তো হয়েই ছিল, সঙ্গে ছিল বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে উত্তর লিখলে পরীক্ষকরা বেশি খুশি হন তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা। ডাউট ক্লিয়ারিং এর মূল পর্ব শুরু হয় সকাল দশটায়, শেষ হয় বিকেল পাঁচটায় । বেস আন নূরে এবারের মক টেস্ট ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন বিষয়ে মূলত বিজ্ঞান বিভাগে ছাত্র-ছাত্রীদের অগ্রগতি পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন বেস আন নূরের প্রানসাগর ব্রাঞ্চের কোঅর্ডিনেটর সোহেল ইকবাল । মক টেস্ট-ই পারে ছোট খাটো ভুল ত্রুটি শুধরে নিজেকে আরো পরিচ্ছন্ন করে দিতে এবং নিজের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা গড়ে দিতে। আগামী পরীক্ষাগুলোতে এই ভুল ত্রুটি আরো কাটিয়ে উঠবে এবং আশা করা যায় এর মাধ্যমে বেশ কিছু ছাত্র-ছাত্রীর রেজাল্ট আরো ভালো হবে। এমন-ই মত ব্যক্ত করলেন প্রাণসাগর ব্রাঞ্চের প্রধান শিক্ষক। এদিনের কর্মশালা পরিচালনায় ছিলেন কলকাতা থেকে বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ শিক্ষক শিক্ষিকারা এবং ছিলেন একাডেমির মক টেস্ট পরীক্ষার মহা-পরিচালক পান্থ মল্লিক।

লোহাপুরে মাছ কিনতে এসে চুরি হয়ে গেল টোটো

মোহাম্মাদ সানাউল্লা ● লোহাপুর

আপনজন: মাছ কিনতে এসে চুরি হলো টোটো। রবিবার সকাল ছ'টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে নলহাটি ২ নম্বর ব্লকের লোহাপুর কাঁটাগড়ি মোড়ে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে নলহাটি এলাকার শেরগ্রামের টোটো চালক নীলকান্ত মাল মাছ ব্যবসায়ীদের নিয়ে টোটো গাড়িতে মাছ কিনতে এসেছিলেন লোহাপুর কাটাগড়িয়া মোড়ে। নলহাটি ১৪ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে টোটো গাড়ি দাঁড় করিয়ে মাছ বাজারে মাছ কিনছিলেন। সে সময় নলহাটি দুই নম্বর ব্লক এলাকার নাকপুড় গ্রামের প্রায় বছর ১৪ বছর বয়সী একটি ছেলে গাড়িটি নিয়ে পালিয়ে যায় । সেই ছবি স্থানীয় একটি দোকানের সিসি ক্যামেরায় ছবি ধরে চিহ্নিত করা হয় গাড়িটি কোন রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। সেই মতো টোটো চালক ও তার যাত্রীরা নিজের লোক জনদের মধ্যে খবর ছড়িয়ে দেন। যার ফলে নলহাটির মধুড়া গ্রামের রাস্তায় গাড়ি সহ ওই দুষ্কৃতিকে আটক করে। পরে নলহাটি থানার পুলিশ গাড়ি সহ ওই দুষ্কৃতিকে থানায় নিয়ে যায়। জনবহুল এলাকা থেকে লাগাতার এই ভাবে চুরি হওয়ায় নিরাপত্তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন।

মানব পাচার প্রতিরোধে সেমিনার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রশাসনের

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশনের উদ্যোগে এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রশাসন ও হিলি ব্লক প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হল মানব পাচার প্রতিরোধ বিষয়ক একটি সেমিনার। এদিনের এই মানব পাচার প্রতিরোধ বিষয়ক সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপারসন লিনা গঙ্গোপাধ্যায়, রাজ্য মহিলা কমিশনের আরো দুজন সদস্যা সুজাতা পাকরাশি রায় ও চৈতালি লাহিড়ী। হিলি ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক চিরঞ্জিত সরকার, ডিএসপি হেডকোয়ার্টার সোমনাথ ঝাঁ, বিশিষ্ট সমাজসেবী অমূল্য রতন বিশ্বাস, দক্ষিণ দিনাজপুর চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির সদস্য সুরজ দাস, দক্ষিণ দিনাজপুর শিশু সুরক্ষা ইউনিটের তরফে সুবোধ দাস, হিলি থানার আইসি গণেশ শর্মা সহ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন হিলি এবং বালুরঘাট ব্লকের ছাত্র-ছাত্রী, বালুরঘাট আইন মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, স্বনির্ভর দলের মহিলা সহ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সমাজ কল্যাণ আধিকারিক বিপ্লব সেন তাঁর স্বাগত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সেমিনারের শুভ সূচনা করেন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপারসন লিনা গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে নারী ও শিশু পাচার বিষয়ে নানান দিক নিয়ে আলোকপাত করেন। সেমিনারে উপস্থিত মহিলাদের নানান সমস্যা সহ মহিলা সুরক্ষা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন তিনি।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

নবগ্রামে আত্মঘাতী হলেন যুবক

আসিফ রনি ● নবগ্রাম

আপনজন: পারিবারিক বিবাদের জেরে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী এক যুবক।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায় ,রবিবার সকাল ছটা নাগাদ নবগ্রামের রাইন্ডা গ্রামে আম গাছে এক যুবককে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলতে দেখে স্থানীয়রা। ওই যুবকের নাম জাহাঙ্গীর শেখ বয়স আনুমানিক ৩০।

শনিবার রাত্রে পরিবারের সাথে বচসা হয় ওই যুবকের এবং পারিবারিক অশান্তির জেরে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয় যুবক। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে নবগ্রামের রাইন্ডা গ্রামে। পারিবারিক সূত্রে খবর,যুবকের প্রকৃত বাড়ি খরগ্রাম থানার নগর গ্রামে। নবগ্রামের রাইনডা গ্রামে এক আত্মীয়ের বাড়িতে থাকতো ওই যুবক। এই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন নবগ্রাম থানার পুলিশ।

ট্রাকে গাঁজা পাচার করার সময় গ্রেফতার

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: ট্রাকে করে গোপনে গাঁজা পাচার করার সময় বিপুল পরিমাণ গাঁজা সহ দুই ব্যাক্তিকে গ্রেপ্তার করল মুর্শিদাবাদ জেলার সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ।

রবিবার দুপুরে সামসেরগঞ্জ থানার তারাপুর এলাকার নূর মোহাম্মদ কলেজের সামনে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে গ্রেফতার করা হয় তাদের।

এসওজি এবং সামশেরগঞ্জ থানার যৌথ অভিযানে প্রায় ৬০ কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের নাম প্রদীপ সাহা এবং বাবলু শেখ। তাদের মধ্যে প্রদীপ সাহার বাড়ি নদীয়ার তেহট্ট এবং বাবলুর বাড়ি সামশেরগঞ্জ থানার গাজিনগর এলাকায়। গাঁজা গুলো উত্তরবঙ্গের দিক থেকে দক্ষিণবঙ্গের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বলেই জানিয়েছে পুলিশ।

গাঁজা উদ্ধারের সময় তারাপুর এলাকার নুর মোহাম্মদ কলেজের সামনে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক এলাকায় উপস্থিত ছিলেন ফারাক্কার এসডিপিও রাসপ্রীত সিং, সামসেরগঞ্জ থানার ওসি সুমিত বিশ্বাস, যুগ্ম বিডিও দীপক কুমার মাইতি, স্পেশাল অপারেশন গ্রুপের ওসি স্বস্তিসুন্দর সিংহ সহ অন্যান্য প্রশাসনিক কর্মকর্তারা। কাকে এবং কোথায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে গাঁজা গুলো নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তা তদন্ত করে দেখছে সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ।

মক্কায় রওনার আগে উমরাহযাত্রীদের দুয়া

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুরের দক্ষিণ চৌহাটির মদিনা ট্রাভেলস-এর কর্ণধার মাওলানা ইমাম হোসেন এর পরিচালনায় ২৭ জন উমরাহ যাত্রী মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। এই উমরাহ যাত্রীদের মধ্যে রয়েছেন মুফতি লিয়াকাত আলী, প্রাক্তন বিচারক তথা রাজ্য সংখ্যালঘু কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ইন্তাজ আলি শাহ, মুফতি জায়েদ, আর্মি অফিসার নুর মোহাম্মদ প্রমুখ।

প্রথম নজর

নাবাবিয়া মিশনে আইপিএস জাহিদুর

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: নাবাবিয়া মিশন মিশনে মোটিভেশন ক্লাস ও ইউপিএসসির প্রস্তুতি প্রতিমাসের মতো এ মাসে মিশনে দুদিন থেকে ছাত্রছাত্রীদের আলাদা আলাদা ভাবে ক্লাস নিলেন প্রাক্তন ডিআইজিআই পি এস জাহিদুর রহমান। এ বিষয়ে মিশনের সাধারণ সম্পাদক শেখ শাহিদ আকবর জানান , এই ধরনের উদ্যোগ আমাদের বিগত ১০ বছর ধরে চলছে এবং আমরা সাফল্য পেয়েছি। নাবাবিয়া মিশনের পড়ুয়াদের নিয়ে তিনি আরো জানান সিভিল সার্ভিসে মিশনের যে ছাত্র ছাত্রী কোচিং নেবে তাদের জন্য স্কলারশিপ ব্যবস্থা করেছেন শিক্ষাবিদ শিল্পপতি মোস্তাক হোসেন। মোস্তাক হোসেনের আব্বা মায়ের নামে জিডি স্কলারশিপ এবং মিশনের সম্পাদক মহাশয়ের পিতার নামে মরহুম আলহাজ্ব ফজলুর রহমান স্মৃতি উদ্দেশ্যে স্কলারশিপ দেওয়া হবে বলে নাবাবিয়া মিশনের তরফে জানায়ো হয়েছে। এই বৃত্তি প্রদান শুরু হবে ২০২৪ এপ্রিল মাস থেকে।

গ্রামীণ পুলিশের মারুতি ভ্যানের ধাক্কায় দুজনের মৃত্যু, আহত ২

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: গ্রামীণ পুলিশের গাড়ির ধাক্কায় মৃত ২। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি বাড়িতে ধাক্কা মারে গ্রামীণ পুলিশের মারুতি ভ্যান। ঘটনাস্থলে দুজনের মৃত্যু হয় এবং গুরুতর আহত আরো দুইজন। গ্রামবাসীর অভিযোগ ওই গ্রামীণ পুলিশ পুলিশের তদন্তের কারণে গ্রামে এসে ছিলেন নিজের গাড়ি নিয়ে। মদ্যপ অবস্থায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি বাড়িতে ধাক্কা মারেন। মালদহের চাঁচল ১ নম্বর ব্লকের মতিহারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের শীতলপুর গ্রামের ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা এলাকায়। মৃত দুই ব্যক্তির নাম দানেসা বিবি(৫০), গোয়ালুউদ্দীন (৭০)। আহত দুই নাবালক এবং নাবালিকা। আহতদের নাম লিজা পারভীন (১০), মিজাউল (৬)। এই মুহূর্তে পুলিশের ভূমিকায় বিক্ষোভ চলছে গ্রামে।

গ্রামবাসীর দাবি ঘাতক গ্রামীণ পুলিশ দীর্ঘদিন ধরে গ্রামে ক্ষমতার অপব্যবহার করে অত্যাচার চালান। আজ উনি একটি তদন্তের নাম করে এসে মদ্যপ অবস্থায় এই ভাবে দুইজনের প্রাণ নিয়েছেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ সন্ধ্যার সময় গ্রামীণ পুলিশ নিজের ব্যক্তিগত গাড়ি নিয়ে এসেছিল একটি তদন্তের জন্য। তারপরেই সোজা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি বাড়িতে ধাক্কা মারে। সেখানে দুই জনের মৃত্যু হয়েছে। আমরা উনার কঠোর শাস্তির দাবি জানাচ্ছি। আরো অভিযোগ স্থানীয়দের পুলিশের তদন্তে কারণে এসেছিলেন ব্যক্তিগত গাড়ি নিয়ে। মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন। দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতার অপব্যবহার করে এলাকায় অত্যাচার চালাতেন। উনার কঠোর শাস্তির দরকার। এদিকে দুই মৃতদেহ ময়নাতদন্ত না করেই গ্রামে পাঠিয়ে দিয়েছে পুলিশ। মৃতদেহ আটকে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে গ্রামবাসীরা। তাদের অভিযোগ চক্রান্ত করে পুলিশ ধামাচাপা দিতে চাইছে। ব্যাপক উত্তেজনা রয়েছে গ্রামে।

অন্যদিকে গ্রামবাসীদের অভিযোগ, মালদা জেলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি এটিএম রফিকুল হোসেন তৃণমূলের স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যদের নিয়ে সালিশি করার চেষ্টা করছিলেন। যার জেরেই বিক্ষোভের মুখে পড়েন তিনি। যদিও উনার পাল্টা দাবি উনি মৃতের পরিবারের পাশে আছেন। ময়না তদন্ত অবশ্যই হওয়া উচিত। উনি খবর পেয়ে সমগ্র ঘটনা খতিয়ে দেখার জন্যই এসেছেন।

পুর অফিসে হয়রানির অভিযোগ ধূপগুড়িতে

সাদ্দাম হোসেন ● ধূপগুড়ি

আপনজন:পৌর অফিসে এসে হয়রানির শিকার হচ্ছিলেন সাধারণ মানুষেরা, অভিযোগ পেয়েই সরব হলেন পুরসভার প্রশাসক বোর্ডের সদস্য প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান অরূপ দে। কর্মচারীদের কাজের গাফিলতি ফাঁকিবাজি নিয়ে প্রশ্ন তুলতেই ক্ষুব্ধ পৌর কর্মচারীরা। অরূপ বাবুকে চাপে ফেলতে এবং নিজেদের স্বচ্ছ দেখাতে পৌর কর্মচারীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ তুলে পেন ডাউন করলেন পুরসভার কর্মীদের একাংশ। যাকে ঘিরে সরগরম জলপাইগুড়ির ধূপগুড়ি পুরসভা।

অভিযোগ, ধূপগুড়ি পৌরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা শ্রীমতি রায় একমাস আগে তার স্বামী দিলীপ রায় প্রয়াত হন। এরপরেই মৃতের পরিবার লিখিত আকারে সমস্ত নথি দিয়ে পৌরসভায় আবেদন জানান মৃত শংসাপত্রের জন্য। দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও তারা সেই শংসাপত্র পান না। নানানভাবে তাদের হয়রানি করা হয় বলে অভিযোগ করেন মৃতের পরিবার। নিরুপায় হয়ে পৌরসভার প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান তথা প্রশাসক বোর্ডের বর্তমান সদস্য অরূপ বাবুকে গোটা ঘটনা জানান। অভিযোগ পেয়েই সরব হন অরূপ দে। দায়িত্বে থাকা পৌর কর্মচারীকে ডেকে জানতে চান কি কারনে দীর্ঘদিন থেকে ঘুরতে হচ্ছে সামান্য মৃত্যু শংসাপত্রের জন্য। কেন একটা সরকারি দপ্তরে এসে হয়রানির শিকার হতে হবে মানুষকে, এই নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। এর থেকেই গন্ডগোলের সূত্রপাত। পৌর কর্মচারীরা অভিযোগ তোলেন যে তাদের সঙ্গে অবভ্য আচরণ করা হয়েছে। আর তার প্রতিবাদে কাজে যোগ না দিয়ে পেন ডাউন কর্মসূচি পালন করেন। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে প্রশাসক বোর্ডের চেয়ারপার্সন ভারতী বর্মন পৌর কর্মচারী দের নিয়ে বৈঠক করেন। বৈঠকের পরে কর্মবিরতি তুলে নেন কর্মচারীরা। এই ঘটনা থেকে বেশ কিছু প্রশ্ন উঠছে - সরকারি অফিসে এসে কেন হয়রানির শিকার হবেন সাধারণ মানুষ?

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

নারায়ণের উদ্যোগে নাট্যোৎসব

এম মেহেদী সানি ● অশোকনগর

আপনজন: অশোকনগর নাট্যোৎসব কমিটি আয়োজিত অশোকনগর নাট্যোৎসবের সূচনা হল রবিবার। উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা মন্ত্রী ও বিশিষ্ট নাট্যকার ব্রাত্য বসু এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বাংলাদেশের অভিনেতা ও নাট্যকার মোশারফ করিম। অশোকনগরের বিধায়ক ও উত্তর ২৪ পরগণা জেলা পরিষদ সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামীর উদ্যোগে ও সার্বিক পরিকল্পনায় অশোকনগর কল্যাণগড় পৌরসভার সহযোগিতায় শহীদ সদন প্রেক্ষাগৃহে এই নাট্যোৎসব চলবে আগামী ১লা ডিসেম্বর পর্যন্ত। অশোকনগর নাট্যোৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচমন্ত্রী ও বিশিষ্ট নাট্যকার পার্থ ভৌমিক, অশোকনগর পৌরসভার চেয়ারম্যান প্রবোধ সরকার প্রমুখ। এ দিন বাংলাদেশের বিশিষ্ট নাট্যকার মোশারফ করিমকে ঘিরে সাধারণ মানুষের উন্মাদনা ছিল চোখে পড়ার মতো।

কিষাণ সভার সম্মেলন ভরতপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ভরতপুর

আপনজন: আরএসপি-র কৃষক সংগঠন সংযুক্ত কিষাণ সভার ৩০তম মুর্শিদাবাদ জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল গত ২৫-২৬ নভেম্বর ২০২৩, ভরতপুরে। সম্মেলনের শুরুতে ৫০০ এর বেশি সংখ্যক সংগঠনের কর্মী সমর্থকরা কৃষকদের দাবি নিয়ে ভরতপুরে বিক্ষোভ মিছিল করে। এরপর পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের কাজ শুরু হয়। পতাকা উত্তোলন করেন সংযুক্ত কিষাণ সভার রাজ্য সম্পাদক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী সুভাষ নস্কর। সম্মেলনে প্রতিনিধি অধিবেশনের উদ্বোধন করেন আর এস পি-র রাজ্য সম্পাদক তপন হোড়। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন আরএসপি-র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নওফেল মহা সফিউল্লা, জেলা সম্পাদক অঞ্জনাভ দত্ত, আর এস পি নেতা জামাল চৌধুরী সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নির্বাচিত ২৮৫ জন প্রতিনিধি নিয়ে জেলা সম্মেলন সম্পন্ন হয়। সম্মেলন শেষে ৫৩ জনের জেলা কমিটি তৈরী হয়। সম্পাদক নির্বাচিত হয় সরিফুল ইসলাম এবং সভাপতি নির্বাচিত হয় বিশ্বনাথ কর্মকার।

গৃহবধূকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: নদিয়ার চাপড়া বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের টানা পড়ে নেই এক গৃহবধূকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানোর অভিযোগ উঠল এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। আক্রান্ত ওই গৃহবধুর নাম মাধবী দাস (২৬)। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে,রাত নয়টা নাগাদ চাপড়া থানার মাধবপুর কাঠগোলা এলাকার একটি ফাঁকা মাঠ থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় এক গৃহবধূকে উদ্ধার করে স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধার করে চাপড়া গ্রামীন হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে চিকিৎসার জন্য শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়। বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আক্রান্ত ওই গৃহবধূ।

অভিযোগ,চাপড়া থানার মাধবপুরে টোটো করে সন্ধ্যায় মাধবপুর থেকে চাপড়া পোস্ট অফিস মোড় এলাকায় তার বাপের বাড়িতে যাচ্ছিলেন।পথে দৈয়ের বাজার বাসিন্দা স্বপন বিশ্বাস নামের এক ব্যক্তি ধারালো অস্ত্র নিয়ে তাঁর ওপর চড়াও হয়। ছুরির আঘাতে গুরুতর জখম হন ওই গৃহবধূ।অভিযোগ ভিত্তি অভিযুক্ত স্বপন বিশ্বাসকে গ্রেফতার করে আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন।পুলিশে সূত্রে জানা গেছে,বেশ কয়েক বছর আগে ওই গৃহবধুর সাথে স্বপন বিশ্বাসের বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল।সম্পর্কের কথা জানতে পেরে স্বপনের পরিবারে দাম্পত্য অশান্তির সৃষ্টি হয়। সম্প্রতি স্বপন বিশ্বাসের স্ত্রী চাপড়া থানায় তার বিরুদ্ধে বধূ নির্যাতনের একটি অভিযোগ দায়ের করেছিলেন।এরপর থেকেই ওই গৃহবধূ স্বপন বিশ্বাসকে এড়িয়ে অন্য এক যুবকের সাথে সম্পর্ক তৈরি করে বলে অভিযোগ। যার কারণে দুজনের মধ্যে সম্পর্কের দূরত্ব তৈরি হয়।মূলত সেই কারণেই এই স্বপন বিশ্বাস ধারালো অস্ত্র নিয়ে চড়াও হয় ওই গৃহবধুর ওপর।

৩০ বছর আমেরিকায় থেকেও গ্রামবাসীদের সেবা রায় পরিবারের

রঙ্গিলা খাতুন ● খোসবাসপুর

আপনজন: কেউ থাকেন কলকাতায়, কেউবা থাকেন আমেরিকায় কিন্তু গ্রামের ছেলে গ্রামের মানুষের টানে মাঝে মধ্যেই ছুটে আসেন কান্দির রায় পরিবার। হ্যাঁ অবাক হচ্ছেন এই যুগে আর গ্রামের কথা কে ভাবে। হ্যাঁ ভাবেন এখনো গ্রামের মানুষকে ভালোবেসে গ্রামের ছেলে মেয়েদের পড়াশোনার জন্য আর্থিক সাহায্য ও বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা দিতে বার বার ফিরে আসেন গ্রামে। মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী থানার অন্তর্গত খ্যাতনামা গ্রাম খোসবাসপুর, যে গ্রামেই বাড়ি খ্যাতনামা সাহিত্যিক সৈয়দ মোস্তাফা সিরাজের সাহেবের । জানা গিয়েছে এই গ্রামেই খ্যাতনামা রায় পরিবারের বসবাস। যে পরিবারের কৃতী সন্তান ড. অলোক কুমার রায় ও ডাঃ চন্দন কুমার রায়।

যদিও তারা বর্তমানে কর্মসূত্রে আমেরিকায় ও কলকাতায় থাকেন। কিন্তু জন্মসুত্রে গ্রামের প্রতি তাদের শিকড়ের টানকে আজোও ভোলেননি। তাই মাঝে মধ্যেই ছুটে আসেন এই খোসবাসপুর গ্রামে । সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান একাধিক সামাজিক কাজ করেন। জানা গিয়েছে আমেরিকার ভাবা পরমানু রিসার্চ সেন্টারের বিজ্ঞানী ছিলেন ড.অলোক কুমার রায় এবং ডাঃ চন্দন কুমার রায় একজন কৃতী চিকিৎসক তিনি কলকাতায় চিকিৎসা করেন।

দুই ভাইয়ের উদ্যেগে খোসবাসপুর গ্রামের প্রাথমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার উৎসাহ দিতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়,এবং মেধা অন্বেষণ, বৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে গ্রামের অভাবী ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের আর্থিক সাহায্য করেন এই রায় পরিবার । খোসবাসপুর গ্রামের মানুষ এই উদ্যোক সাধুবাদ জানিয়ে বলেছেন ৩০ বছর ধরে এইভাবে দূরে থেকেও গ্রামের মানুষের সেবা করে চলেছেন। খোসবাসপুর গ্রামে গতকাল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ড. অলোক কুমার রায় বলেন, কর্মসুত্রে হয়তো আমাদের বাইরে থাকতে হয়। কিন্তু এই গ্রামের ধুলো মাখা জীবন আর সবুজে সবুজ ভরা প্রকৃতির টান তার সঙ্গে গ্রামের মানষের অফুরন্ত ভালোবাসা ভুলে থাকতে পারি না। তাই বার বার ছুটে আসি তাদের সুখ দুঃখের ভাগীদার হতে চেয়ে।

রামনগর আল আলাম মিশনে জিডি বৃত্তি প্রদান

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: রবিবার রামনগর আল আলাম মিশনে প্রখ্যাত শিল্পপতি মোস্তাক হোসেনের পতাকা ইন্ডাস্ট্রিজের সেবামূলক বৃত্তি জি ডি স্কলারশিপ বিতরণ করা হল মুর্শিদাবাদ জেলার গরীব দুস্থ ছাত্র ছাত্রীদেরকে । এমবিবিএস, নার্সিং, ল, বিএ, এমএ, পিএইচডি সহ বিভিন্ন পেশাদারি কোর্স এ পাঠরত মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদের হাতে এই স্কলারশিপ তুলে দেওয়া হয়। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পতাকা ইন্ডাস্ট্রিজের আধিকারিক সহিদুল ইসলাম খান, শিক্ষাব্রতী আব্দুল বারী, আল আলাম মিশনের ডিরেক্টর মাহবুব মুর্শিদ, আবদার রহমান, প্রধান শিক্ষক আকতার হোসেন, ডাক্তার ফরমান আলী প্রমুখ বিশিষ্ট জনেরা। সহিদুল ইসলাম খান ছাত্র ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমাদেরকে জীবনে অনেক বড় মানুষের মতো মানুষ হয়ে উঠতে হবে। তোমাদেরকেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে পাড়ার একজন গরীব দুস্থর পড়াশোনার দায়িত্ব নিতে হবে। তবেই তো দেশ উন্নত হবে । পাশাপাশি ছাত্র ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে মাহবুব মুর্শিদ বলেন, আমরা প্রত্যাশা রাখি আমাদের এই মেধাবী ছেলে মেয়েরাই একদিন আগামীতে ডাক্তার, প্রফেসর, উকিল, হাকিম, আমলা হয়ে গরীব অসহায়দের পাশে দাঁড়িয়ে মোস্তাক হোসেনের এই অবদানকে স্মরণ করে তারাও বিভিন্ন রকম ভাবে তাদেরকে সাহায্য করবে। শিক্ষাব্রতী আব্দুল বারী বলেন, আমাদেরকে নারী শিক্ষায় আরো জোর দিতে হবে। যে কোন প্রতিযোগিতায় নারীরাও এখন প্রথম সারির তালিকায় এগিয়ে আসতে পারছে। তোমাদেরকেও ডাক্তার মাস্টার হওয়ার পাশাপাশি পায়লট হবার স্বপ্ন দেখতে হবে। ভয়কে দূরে সরিয়ে তোমাদের স্বপ্নটাকে রাখতে হবে পাহাড় সমান।

ফেন্সিডিল উদ্ধার পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ১৯৫০ টি ফেন্সিডিল উদ্ধার করলো ফারাক্কা থানার পুলিশ। শনিবার গভীর রাতে মুর্শিদাবাদ জেলার ফরাক্কা ব্লকের জয়রামপুর এলাকায় একটি লিচু বাগানে অভিযান চালিয়ে ১৯৫০টি ফেন্সিডিল সহ ২ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে ফরাক্কা থানার পুলিশ। তাদের দুই জনের বাড়ি ফরাক্কা ব্লকে। কোথা থেকে এতো পরিমান ফেন্সিডিল নিয়ে এসে কোথাই প্রচার করছিলো এই বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে ফরাক্কা থানার পুলিশ। রবিবার সকালে ধৃতদের ১০ দিনের পুলিশ হেফাজত চেয়ে জঙ্গিপুর মহকুমা আদালতে পাঠায় ফরাক্কা থানার পুলিশ।

গঠিত হল এসডিপিআই ঝাড়খণ্ড কমিটি

বিশেষ প্রতিবেদক ● রাঁচি

আপনজন: রাঁচি প্রেস ক্লাবে রবিবার এসডিপিআই-এর ঝাড়খণ্ড রাজ্য কমিটি গঠন করা হল। ঝাড়খণ্ড রাজ্য সভাপতি , সাধারণ সম্পাদক হলেন যথাক্রমে এস শঙ্কর এবং মোঃ হানজেলা শেখ। এই সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এসডিপিআই-এর জাতীয় সহ-সভাপতি মোহাম্মদ শফি, জাতীয় সম্পাদক ও ঝাড়খণ্ড ইনচার্জ তায়েদুল ইসলাম। সতেরো জনের রাজ্য কার্যকরী কমিটি এবং সাত জন পদাধিকারী তৈরি করা হয়। অন্যান্য পদাধিকারীরা হলেন সহ সভাপতি রামা ওঁরাও, জসিম আখতার, সম্পাদক হলেন নাসিরউদ্দিন ও সাজ্জাদ নূরী, কোষাধ্যক্ষ হাবিবুর রহমান। রাজ্য সভাপতি এস শঙ্কর জানান সভায় সাতটি জেলা থেকে শ'খানেক নেতা কর্মী উপস্থিত ছিলেন। সামনের সব নির্বাচনে দল অংশগ্রহণ করবে এবং গোটা রাজ্যে দলকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে কাজ করব। ঝাড়খণ্ডের শোষণ জুলুমের বিরুদ্ধে লড়াই করার দীর্ঘ ইতিহাস আছে।

জল প্রকল্পের সূচনা বিধায়ক শওকত মোল্লার

মাফরুজা খাতুন ● ক্যানিং

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙ্গড় এক ব্লকের তাড়দহ অঞ্চলের কাপাসাইট মৌজা কাঁটাতলা বাজার সংলগ্ন মাঠতে অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে রবিবার। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বপ্নের প্রকল্প জল স্বপ্ন প্রকল্প শুভ উদ্বোধন করলেন ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক তথা রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শওকত মোল্লা। ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লা বলেন তাড়দহ অঞ্চলের খাঁ পাড়া,ঘোষ পাড়া,উস পাড়া, গঙ্গাপুর, প্রতাপনগর,কানেল পাড়া সহ একাধিক গ্রামে বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছে যাবে বিশুদ্ধ পানীয় জল । এই প্রকল্পের জন্য ব্যয় বরাদ্দ ধার্য করা হয়েছে ১৮ কোটি টাকা। উপস্থিত ছিলেন ভাঙ্গড় ১ নম্বর ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও পঞ্চায়েত সমিতির পূর্থের কর্মাধ্যক্ষ শাহাজান মোল্লা, তাড়দহ অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান টুম্পা রায় চৌধুরী, তাড়দহ অঞ্চলের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রাকেশ রায়চৌধুরী, বিশিষ্ট সমাজসেবী গৌতম মন্ডল সহ প্রমুখ।

বিএড কলেজ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের কথা ভেবে বি.এড সমস্যা সমাধানে রাজ্য সরকারের হস্তক্ষেপ দাবি করল ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক ও কলেজ কর্তৃপক্ষ। সেই সঙ্গে বাবা সাহেব আম্বদেকর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছেও লিখিত ভাবে ক্ষোভের কথা জানানো হবেও বলেও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।রবিবার সকালে বোলপুরের শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সভাকক্ষে রাজ্যের চারশোর বেশী বি.এড কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র প্রতিনিধি ও কলেজ কর্তৃপক্ষের যৌথ প্রথম রাজ্য কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের সভা থেকে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে বি.এড-এর ভর্তিকে কেন্দ্র করে যে অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে তা সমাধানের জন্য সকলে একযোগে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, মুখ্যসচিব ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যকে চিঠি লেখা, ইমেল করবে। সেখানে নিজেদের সমস্যার কথা জানানো ও সমস্যা সমাধানে হস্তক্ষেপ দাবী করা হবে। বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্য সরকারের হস্তক্ষেপ দাবি করা হবে। এদিনের সমাবেশে, সম্মিলিত ভাবে প্রায় দুই হাজার প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে সম্প্রতি বাবা সাহেব আম্বেদকর শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সোমা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের ২৫৩টি বিএড কলেজের অনুমোদন বাতিল করার কথা ঘোষণা করেন।ওয়েস্ট বেঙ্গল এডুকেশন টিচার্স ফোরামের যুগ্ম আহ্বায়ক অপূর্ব কুমার পাত্র জানান, উপাচার্যের এই সিদ্ধান্ত একটা অস্থির পরিস্থিতি তৈরি করেছে। ওয়েস্ট বেঙ্গল এডুকেশন ফোরামের পক্ষ থেকে মলয় পীট, দিব্যেন্দু বাগ বলেন, আমরা ইতিমধ্যেই পরো বিষয়টি লিখিত ভাবে মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রী, মুখ্য সচিব সহ প্রশাসনিক কর্তাদের জানিয়েছি। আমাদের স্থির বিশ্বাস রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় আমরা এই সমস্যা মিটিয়ে ফেলতে পারবো।

সংবিধান দিবস পালন মেমারিতে

সেখ সামসুদ্দিন ● মেমারি

আপনজন: মেমারি শহরের বামুনপাড়া মোড়ে বিশ্বাস মার্কেটে নবজাগরণ মঞ্চের উদ্যোগে সংবিধান দিবস পালন করা হয়। বাবা সাহেবের ছবিতে মাল্যদান করেন মেমারি বিধানসভার বিধায়ক মধুসূদন ভট্টাচার্য এবং উপস্থিত সকলে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন নবজাগরণ মঞ্চের সভাপতি শামসুল আলম।

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নবজাগরণ মঞ্চের সহ-সভাপতি সম্পাদক সহ সদস্য বৃন্দ সমাজসেবী অজিত সিং মেমারি পৌরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদ্ম ক্ষেত্রপাল এবং ১৪ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর রঞ্জিত বাগ সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এই সংবিধান দিবসে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অতিথিবর্গ সাধারণ মানুষের বাক স্বাধীনতা হারিয়ে যাওয়ার বিষয়টি বারে বারে আলোকপাত করেন। নবজাগরণ মঞ্চের সভাপতি বলেন তারা এলাকার প্রতিটি মানুষকে সংবিধানের শিক্ষা দিয়ে তাদের অধিকার বুঝে নেওয়ার শিক্ষায় শিক্ষিত করবেন এবং অসহায় মানুষের পাশে থেকে কাজ করবেন।

মল্লিকপুরে এমএসকের সূচনায় অধ্যক্ষ বিমান

দক্ষিণ ২৪ পরগনার মল্লিকপুরের খোলাপোতা জামিয়া ইসলামিয়া মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রের দ্বারদ্ঘাটন করলেন বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। উপস্থিক ছিলেন বারুইপুর পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম দাস, জেলা মৎস কর্মাধ্যক্ষ জয়ন্ত ভদ্র, ব্লক সভাপতি কানন দাস, নজরুল হক সিপাহী, পিযূষ পড়ুয়া, দীপক ভাঞ্জা, ভূট্টো, সোনা, পিনটু ও বাকিবিল্লাহ।

ভিনিসিয়ুসকে ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর উপহার

আপনজন ডেস্ক: ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের ঘরের দেয়ালে পেলে-রোনাল্ডো নাজারিওরা যেমন আছেন, তেমনি আছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোও। বর্তমানে সৌদি আরবের আল নাসরে খেলা পর্তুগালের এই তারকাকে নিজের আদর্শ মানেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড।

এর আগে অনেকবারই নিজের একটি আক্ষেপের কথা বলেছেন ভিনিসিয়ুস–রিয়াল মাদ্রিদে রোনাল্ডোর সঙ্গে জুটি বেঁধে খেলতে না পারা। তবে যখনই সুযোগ পান, রোনাল্ডোর নানা বিষয় নিয়ে প্রশংসা করেন। সময় পেলে নিজের আদর্শের সঙ্গে দেখাও করেন।

এবার হঠাৎ করেই নিজের প্রিয় তারকার কাছ থেকে একটা উপহার পেয়েছেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। ব্রাজিলিয়ান তারকাকে নিজের একটি জার্সি উপহার দিয়েছেন রিয়াল মাদ্রিদের সাবেক ফরোয়ার্ড রোনাল্ডো।

১৬ নভেম্বর ইউরো বাছাইপর্বের ম্যাচ ছিল পর্তুগালের। লিখটেনস্টেইনের বিপক্ষে সেই ম্যাচ ২-০ গোলে জেতে পর্তুগিজরা। ম্যাচের ৪৬ মিনিটে পর্তুগালের প্রথম গোলটি করেছিলেন অধিনায়ক রোনাল্ডোই। সেই ম্যাচে রোনাল্ডো যে ৭ নম্বর জার্সিটি পরে খেলেছিলেন, সেটিই তিনি উপহার দিয়েছেন ভিনিসিয়ুসকে।

ভিনিসিয়ুসকে হঠাৎ করেই রোনাল্ডোর জার্সি উপহার দেওয়ার একটা কারণের কথা অনেকেই বলছেন। ১১ নভেম্বর ভ্যালেন্সিয়ার বিপক্ষে রিয়ালের ৫-১ ব্যবধানের জয়ে ভিনিসিয়ুস জোড়া গোল করেছিলেন। একটি গোলের পর তিনি করেছিলেন 'কালমা' উদ্‌যাপন।

গোলের পর এই 'কালমা' উদ্‌যাপন মূলত রোনাল্ডোর ট্রেডমার্ক। রিয়াল মাদ্রিদে থাকার সময় রোনাল্ডোর এই উদ্‌যাপন দলটির সমর্থকদের কাছে বেশ জনপ্রিয়তাও পেয়েছিল।

ডিজনিতে হঠাৎই 'মেসি, মেসি' স্লোগান

আপনজন ডেস্ক: ইউরোপের ফুটবলের মতো এত ঠাসা সূচি নেই যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারে (এমএলএস)। মৌসুম শেষ হয়ে গেছে লিওনেল মেসির দল ইন্টার মায়ামির। আর্জেন্টিনা দল নিয়েও আপাতত ব্যস্ততা নেই তাঁর। সব মিলিয়ে পরিবারের সঙ্গে বেশ ভালো সময় কাটাচ্ছেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী দলের অধিনায়ক। এরই অংশ হিসেবে মেসি তাঁর স্ত্রী আন্তোনেল্লা রোকুজ্জো আর তিন ছেলে থিয়াগো, মাতেও ও চিরোকে নিয়ে গিয়েছিলেন ডিজনি ওয়ার্ল্ড রিসোর্টে। নিরাপত্তাকর্মী আর কাছের কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে ডিজনি গিয়েছিলেন মেসি। তিনি পরে ছিলেন হুডি। চেষ্টা ছিল যেন খুব বেশি মানুষ তাঁকে চিনতে না পারে। কিন্তু সেই চেষ্টা সফল হয়নি। মেসিকে দেখে অনেকেই চিনতে পেরে যায়।

নিরাপত্তাকর্মীদের তোয়াক্কা না করে ডিজনিতে বেড়াতে যাওয়া মানুষেরা মেসির সঙ্গে ছবি তুলতে এগিয়ে আসে। কেউ কেউ করে সেলফি তোলার আবদার। হঠাৎই চারদিকে একটা শোরগোল পড়ে যায়। ডিজনিতে বেড়াতে যাওয়া মানুষেরা মেসির নামে স্লোগানও দিতে শুরু করে। 'মেসি, মেসি'–এই স্লোগানে হঠাৎই মুখর হয়ে ওঠে ফ্লোরিডার অরল্যান্ডোর ডিজনি ওয়ার্ল্ড রিসোর্ট। এমনিতেই মেসির জনপ্রিয়তা বিশ্বজোড়া। এ ছাড়া ইন্টার মায়ামিতে নাম লেখানোর পর মায়ামিকে প্রথমবার শিরোপা জিতিয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই সেখানকার ফুটবলপ্রেমীদের কাছে আরও বেশি জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন মেসি।

লাভপুরে নকআউট ফুটবল খেলার শুভ উদ্বোধন

আমীরুল ইসলাম ● বীরভূম

আপনজ ডেস্ক: লাভপুরের বিধায়ক অভিজিৎ সিনহার পৃষ্ঠপোষকতায় ও লাভপুর মিলন মেলা কমিটির পরিচালনায় নকআউট ফুটবল প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করা হলো।পুরো ৮ টি টিমের প্রতিযোগীরা অংশগ্রহণ করবেন এই খেলায়। লাভপুরের বুকে এই প্রথম বিদেশি ফুটবল প্লেয়ারকে দেখা গেল এই ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে। এই খেলা উদ্বোধন করেন লাভপুরের বিধায়ক অভিজিৎ সিনহা। সাথে উপস্থিত ছিলেন এসডিপিও বোলপুর নিখিল আগারওয়াল, বোলপুর লোকসভার সাংসদ অসিত মাল, বিডিও লাভপুর শিশুতোষ প্রামাণিক, ওসি লাভপুর পার্থসারথি মুখার্জি, বিশিষ্ট সমাজ সেবী আব্দুল মান্নান, তরুণ চক্রবর্তী সহ আরো অনেকে। লাভপুরের বুকে বিদেশি ফুটবল প্লেয়ার খেলতে আসায় উৎসাহিত ফুটবল প্রেমিরা। এই ফুটবল খেলা দেখতে মানুষের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

চোখের সামনে সড়ক দুর্ঘটনা, অচেনা ব্যক্তির জীবন বাঁচালেন শামি

আপনজন ডেস্ক: সদ্য সমাপ্ত বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ ২৪ উইকেট নিয়ে ভারতবাসীর কাছে 'বীর' হয়ে উঠেছেন মোহাম্মদ শামি। ভারত বিশ্বকাপ জিততে না পারলেও শামির অসাধারণ বোলিং মুগ্ধতা ছড়িয়েছে। দেশটির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের কণ্ঠে ৩৩ বছর বয়সী ফাস্ট বোলারের প্রশংসা ঝরেছে। সেই শামি এবার মাঠের বাইরেও বীরত্বপূর্ণ কাজ করে সবার মন জিতে নিলেন। ভারতের উত্তরাখন্ড রাজ্যের পার্বত্য শহর নৈনিতালের কাছাকাছি এক ব্যক্তি ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিলেন। ঠিক সে সময় শামি তাঁর গাড়ি নিয়ে ওই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। অচেনা সেই ব্যক্তিকে দুর্ঘটনায় পড়তে দেখে সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থামান শামি এবং তাঁকে উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসা দেন। গত রাতে ইনস্টাগ্রামে সেই ঘটনার ভিডিও পোস্ট করেছেন শামি। ভিডিওতে দেখা যায়, দুর্ঘটনার পর একটি গাড়ি পাহাড়ি ঝোপে পড়ে আছে। ভাগ্যিস গাড়িটি একটি গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছিল, নয়তো পাহাড় থেকে আরও নিচে পড়ে যেত। তখন হয়তো এই ব্যক্তিকে বাঁচানো সম্ভব হতো না। গাড়িতে থাকা ব্যক্তিকে শামিসহ আরও কয়েকজন বের করে আনেন। এরপর আহত ব্যক্তির হাতে শামি নিজেই ব্যান্ডেজ লাগিয়ে দেন। পোস্টে শামি লিখেছেন, 'কাউকে বাঁচাতে পেরে আমি খুব খুশি। আল্লাহ তাকে দ্বিতীয় জীবন দিয়েছেন।

নৈনিতালের পাহাড়ি রাস্তায় আমার গাড়ির ঠিক সামনেই তার গাড়ি পাহাড় থেকে নিচে পড়ে যায়। আমরা তাকে নিরাপদে বের করে এনেছি।' শামির এমন মানবিকতা সবার প্রশংসা কুড়াতে শুরু করেছে। একজন লিখেছেন, 'একটাই তো হৃদয়, আর কতবার জিতবেন?' আরেকজন লিখেছেন, 'মাঠ এবং মাঠের বাইরে দুই জায়গাতেই নায়ক।' বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার চার দিনের মধ্যে আবার মাঠে নেমে পড়েছে দুই ফাইনালিস্ট ভারত ও অস্ট্রেলিয়া। দুই দল খেলছে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। তবে শামিসহ বিশ্বকাপ দলে থাকা বেশির ভাগ খেলোয়াড়কে সেই সিরিজ থেকে বিশ্রাম দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম নিউজ ১৮ জানিয়েছে, এই ছুটিতে শামি নৈনিতালে গিয়েছিলেন একটি স্কুলের অনুষ্ঠানে অংশ নিতে। তাঁর বোনের মেয়ে সেখানকার সেন্ট মেরি'স কনভেন্ট স্কুলে পড়ে। তিনি সেখানে পৌঁছালে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়। গত বছরের ডিসেম্বরে গাড়ি দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন ভারতের উইকেটরক্ষক-ব্যাটসম্যান ঋষভ পন্ত। প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যে থেকে অনেকেই সেদিন ব্যস্ত ছিলেন পন্তের দামি জিনিসপত্র চুরি করতে। কিন্তু সবার মানসিকতা যে এক রকম নয়, সেটা প্রমাণ করেন দুই ব্যক্তি। পন্তকে চিনতে না পারলেও তাঁরা তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যান। এবার শামিও অচেনা মানুষের বিপদে এগিয়ে এসে মানবতার জয়ধ্বনি বাজালেন।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব

জিম্বাবুয়েকে হারিয়ে উগান্ডার চমক

আপনজন ডেস্ক: ২০২৪ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আফ্রিকান অঞ্চলের চূড়ান্ত বাছাইপর্বে জিম্বাবুয়েকে ৫ উইকেটে হারিয়েছে উগান্ডা। নামিবিয়ার ইউনাইটেড ক্রিকেট ক্লাব মাঠের এই ম্যাচই ছিল আইসিসির পূর্ণ সদস্য কোনো দলের বিপক্ষে উগান্ডার প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচ। এ হারে বিশ্বকাপ খেলার সমীকরণটা বেশ কঠিন হয়ে গেল জিম্বাবুয়ের। টসে হেরে ব্যাটিং করতে নামা জিম্বাবুয়ে অধিনায়ক সিকান্দার রাজার ৩৯ বলে ৪৮ রানের ইনিংসে ২০ ওভারে ৭ উইকেটে হারিয়ে তুলতে পারে ১৩৭ রান। জবাবে ১২ রানে ২ উইকেট হারালেও মিডল অর্ডারে আলপেশ রামজানির ২৬ বলে ৪০ ও রিয়াজাত আলী শাহর ২৮ বলে ৪২ রানের ইনিংসে স্মরণীয় জয় পায় উগান্ডা। ৫ বল বাকি থাকতেই জয় নিশ্চিত করে তারা।

জিম্বাবুয়ের বাছাইপর্ব শুরু হয়েছিল স্বাগতিক নামিবিয়ার কাছে ৭ উইকেটে হেরে। কোচ ডেভ হটন যে পরাজয়কে বলেছিলেন 'লজ্জাজনক'। অবশ্য পরের ম্যাচে তানজানিয়াকে উড়িয়ে দিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত দেয় জিম্বাবুয়ে। কিন্তু আজ উগান্ডার কাছে আবার হোঁচট খেল তারা।

জিম্বাবুয়েকে হারানোর পর উগান্ডার খেলোয়াড়দের উল্লাস জিম্বাবুয়েকে হারানোর পর উগান্ডার খেলোয়াড়দের উল্লাসএক্স ৩ ম্যাচে ২ পয়েন্ট নিয়ে এখন তালিকার চার নম্বরে আছে জিম্বাবুয়ে। আগামী বছর ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রে হতে যাওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আফ্রিকান অঞ্চলের বাছাইপর্ব থেকে সুযোগ পাবে দুটি দল। ৩টি করে ম্যাচ খেলে ৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে নামিবিয়া ও কেনিয়া। তিনে থাকা উগান্ডার ৩ ম্যাচে পয়েন্ট ৪। বাকি ৩টি ম্যাচ জিতলেও জিম্বাবুয়ের সর্বোচ্চ পয়েন্ট হবে ৮। সেটি যথেষ্ট না-ও হতে পারে গত আসরে খেলা দলটির। গতবার প্রথম রাউন্ডে গ্রুপের শীর্ষে থাকলেও সুপার টুয়েলভে নিজেদের গ্রুপের তলানিতে থেকে শেষ করায় পরের বিশ্বকাপে সরাসরি খেলার সুযোগ হারায় তারা।

নামিবিয়ার মতো এ ম্যাচেও জিম্বাবুয়ের হারের ধরনটা প্রায় একই রকম। আগে ব্যাটিং করতে নেমে যথেষ্ট রান তুলতে ব্যর্থ হয়েছেন ব্যাটসম্যানরা। আজ উদ্বোধনী ব্যাটসম্যান ইনোসেন্ট কাইয়া ২৩ বলে ২৩ রানের ইনিংস খেললেও ৪৭ রানেই ৩ উইকেট হারিয়ে ফেলে জিম্বাবুয়ে। কাইয়ার মতো শন উইলিয়ামসও বেশ কিছুক্ষণ ক্রিজে ছিলেন, কিন্তু ২৪ বলে ২১ রান করেই থামেন। উগান্ডার বাঁহাতি পেসার দীনেশ নাকরানি ৪ ওভারে ১৪ রান দিয়ে নেন ৩ উইকেট। বাঁহাতি স্পিনার হেনরি সেনিয়োন্দো ২ উইকেট নেন ২৫ রান দিয়ে।

বোলিংয়ের শুরুতে অবশ্য আশাই পায় জিম্বাবুয়ে। কিন্তু তিনে নামা রজার মুসাকা একদিকে ইনিংস ধরে রাখেন, ৩৩ বলে ২৩ রানের ইনিংস খেলার পথে গুরুত্বপূর্ণ জুটি গড়েন রামজানি ও রিয়াজাতের সঙ্গে। তাতেই জয়ের ভিত পেয়ে যায় উগান্ডা। শেষ ১৮ বলে তাদের দরকার ছিল ৩০ রান, টেন্ডাই চাতারার করা ১৮তম ওভারে আসে ২০ রান। ১৯তম ওভারের পঞ্চম বলে রিয়াজাত আউট হলেও সমস্যা হয়নি উগান্ডার।

ফাইনালে ভারত যে ভুল করেছে বলে মনে করেন মঞ্জরেকার

আপনজন ডেস্ক: ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনাল শেষ হয়েছে এক সপ্তাহ আগে। ষষ্ঠবারের মতো চ্যাম্পিয়ন হওয়া অস্ট্রেলিয়ার উদ্‌যাপনও হয়তো শেষ হয়েছে। কিন্তু নিজেদের ইতিহাসে ওয়ানডে বিশ্বকাপের তৃতীয় শিরোপা জয়ের স্বপ্ন ভেঙে যাওয়া ভারতীয়দের হতাশা যেন শেষই হচ্ছে না। একদিকে চলছে ফেবারিট হয়েও শিরোপা জিততে না পারার আক্ষেপ। অন্যদিকে চলছে আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে ১ লাখ ৩২ হাজার সমর্থকদের সামনে ফাইনাল জিততে না পারার কারণ বিশ্লেষণ। ১৯ নভেম্বরের ফাইনালে ভারতের হেরে যাওয়ার চুলচেরা আর 'চুলছেঁড়া' বিশ্লেষণ যাঁরা করছেন, সেই দলে এবার নাম লিখিয়েছেন ভারতের সাবেক ক্রিকেটার সঞ্জয় মঞ্জরেকার। বর্তমানে ধারাভাষ্যকার ও ক্রিকেট-বিশ্লেষক মঞ্জরেকার

মনে করেন, ফাইনালে ভারত বেশি চাপ নিয়ে ফেলেছিল।

স্টার স্পোর্টসের সঙ্গে কথা বলার সময় মঞ্জরেকার সবার আগে সামনে এনেছেন দুর্দম্য এই ভারতীয় দলে যেসব সমস্যা আছে, সেগুলো। মঞ্জরেকার বলেছেন, 'ভারতীয় দলের কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল। টুর্নামেন্টজুড়ে সেগুলো তারা খুব ভালোভাবে কাভার করে এসেছে।'

সেই সীমাবদ্ধতাগুলো কী, সেটাও দেখিয়ে দিয়েছেন মঞ্জরেকার, 'জাদেজা ৭ নম্বরে ব্যাট করেছে। আসলে ভারতের ব্যাটিং শেষ ৬ নম্বরেই। তাই ব্যাটিংয়ে গভীরতা না থাকার চাপে পড়েছে ভারত।' মঞ্জরেকার এরপর ফাইনালে ভারতের ব্যর্থতা নিয়ে কথা বলেছেন। তাঁর বিশ্লেষণ এ রকম, 'আমি অনেক কঠিন বিষয়ের কথা বলব। মন্থর পিচ এবং হাতে উইকেট না থাকায় লোকেশ রাহুল আর অন্যদের জন্য দলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া কঠিন ছিল।'

মঞ্জরেকার এরপর যা বলেছেন, সেটাতেই বোঝা যায় যে একটু বেশি চাপই নিয়ে ফেলেছিলেন রোহিত-কোহলিরা, 'শুধু এটা ভাবতে হতো যে এটা শ্রীলঙ্কা-ভারত একটি লিগ ম্যাচ। এই ঝুঁকিটা কি ভারত নিতে পারত? হয়তো পারত। এটা যদি লিগ ম্যাচ হতো, তাহলে হয়তো ভারত অন্যভাবে খেলত।'

স্টোকসের পর রুটও আইপিএলে পরের মরশুম থেকে সরে দাঁড়ালেন

আপনজন ডেস্ক: ইংলিশ ব্যাটসম্যান জো রুট আইপিএলের পরের মরশুম থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন। নিজেদের ওয়েবসাইটে দেওয়া এক বিবৃতিতে জানিয়েছে রাজস্থান রয়্যালস। ক্রিকেটার ধরে রাখার শেষ দিনেই নাম প্রত্যাহার করেছেন রুট, যে সিদ্ধান্তকে সম্মান করছে রাজস্থান। রাজস্থানের ক্রিকেট পরিচালক কুমার সাঙ্গাকারা বলেছেন, 'খেলোয়াড় ধরে রাখার আলোচনা করার সময়ে জো (রুট) আগামী আইপিএলে না খেলার কথা আমাদের জানিয়েছে। খুবই অল্প সময়েই জো ফ্র্যাঞ্চাইজি ও তার আশপাশের খেলোয়াড়দের ওপর

ইতিবাচক প্রভাব রাখতে পেরেছে। দলে যে অভিজ্ঞতা জো নিয়ে এসেছিল, সেটা মিস করব। আমরা তার সিদ্ধান্তকে সম্মান জানাই।' মাত্র ১ কোটি রুপিতে ২০২৩ আইপিএল নিলামে রুটকে দলে নিয়েছিল রাজস্থান। আইপিএলে এটাই ছিল তাঁর অভিষেক মরশুম। পুরো মরশুমে সুযোগ পেয়েছিলেন মাত্র তিন ম্যাচে, ব্যাটিং করেছেন মাত্র ১ ম্যাচে। বেঙ্গালুরুর বিপক্ষে সেই ম্যাচে ১০ রান করেন রুট। তাঁর উদ্দেশ্য মূলত ছিল বিশ্বকাপের আগে ভারতের কন্ডিশনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া। সেই উদ্দেশ্য যে সফল হয়নি, সেটা বলাই যায়। কারণ, ভারত বিশ্বকাপে রুট ছিলেন পুরোপুরি ব্যর্থ। ৯ ইনিংসে রান করেছেন ২৭৬। গড় ৩০.৬৬, যা ইংল্যান্ডের হয়ে তিন নম্বরে ব্যাট করা রুটের সঙ্গে বেমানান।

অতিরিক্ত খেলার চাপ সামলাতেই হয়তো রুট এখন আইপিএল থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

ধরে রাখার ঘোষণা দিয়ে পান্ডিয়াকে বিক্রি করে দিল গুজরাত

আপনজন ডেস্ক: গুজরাত টাইটানস থেকে হার্দিক পান্ডিয়া মুম্বাই ইন্ডিয়ানসে ফিরছেন, এমন খবর পুরোনোই। তবে আজ আইপিএলের পরের মৌসুমের আগে খেলোয়াড় ধরে রাখা ও ছেড়ে দেওয়ার শেষ দিনে পান্ডিয়াকে ধরে রাখা খেলোয়াড়দের তালিকাতেই রাখে গুজরাত। কিন্তু এরপরও পান্ডিয়ার মুম্বাইয়ে ফেরার সুযোগ ছিলই। শেষ পর্যন্ত হলো সেটিই। ক্রিকেট ওয়েবসাইট ক্রিকবাজ জানিয়েছে, পান্ডিয়ার ব্যাপারে দুই ফ্র্যাঞ্চাইজির চুক্তি সই হয়ে গেছে। এদিকে গুঞ্জন উঠেছে, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর কাছে ক্যামেরন গ্রিনকে বিক্রি করে দিয়েছে মুম্বাই। সেটিও বেশ মোটা অঙ্কেই। আইপিএলের পরের মৌসুমের জন্য ছোট পরিসরে নিলাম অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১৯ ডিসেম্বর। এর আগে ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত এক দল থেকে আরেক দলে যেতে পারেন খেলোয়াড়েরা। তবে আজ খেলোয়াড় ধরে রাখা ও ছেড়ে দেওয়ার শেষ দিনেই পান্ডিয়ার মুম্বাইয়ে ফেরা নিশ্চিত হয়ে গেছে। ভারতের ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) ও আইপিএলের সূত্র দিয়ে ক্রিকবাজ জানিয়েছে, পান্ডিয়ার দল পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক অনুমতি দেওয়া হয়েছে। যেটি অর্থের বিনিময়ে হবে। আগেই জানা গিয়েছিল, পান্ডিয়াকে কিনতে গুজরাতের খরচ হওয়া ১৫ কোটি রুপিতে তাঁকে দলে ফেরাচ্ছে মুম্বাই।

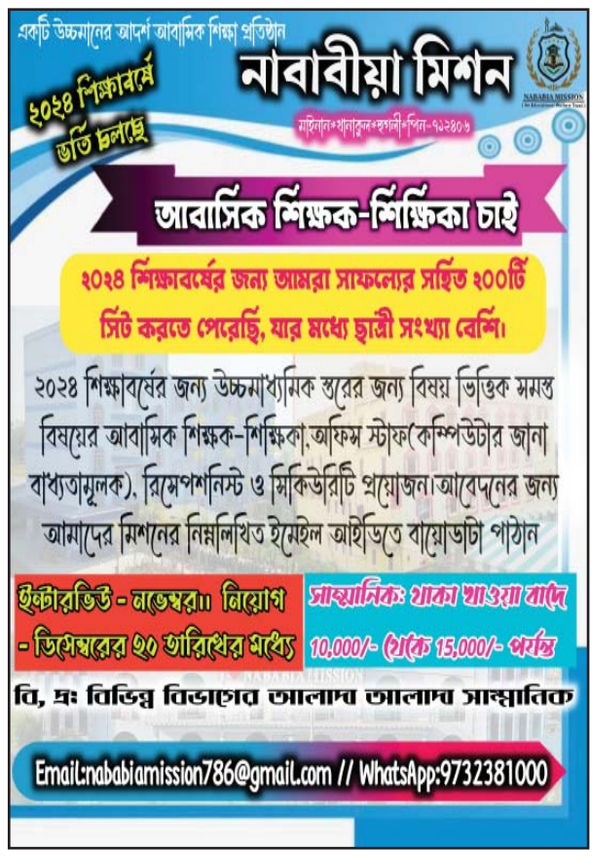

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। সম্পাদকীয় দফতর: আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: জাইদুল হক।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**